আল্লাহু আকবার

শরিয়াতের দৃষ্টিতে

ক্বাল্বী জিকিরের দলিল ও ছামা

গ্রন্থনা ও সংকলনে

মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী

প্রকাশনায়ঃ

সাকলাইন প্রকাশন, বাংলাদেশ।

গ্রন্থনা ও সংকলনে:
মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী
খাদেম, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।
গজল সংগ্রহে: মাওলানা আল-আমিন জেহাদী
খাদেম, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর।

সম্পাদনা পরিষদ

সুলতানুল মুনাজেরীন, আল্লামা মুফতী আবু নাছের জেহাদী ছাহেব।

প্রকাশক:
মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর
প্রকাশক, সাকলাইন প্রকাশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
প্রকাশনায়: সাকলাইন প্রকাশন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
01723-933396/01973-933396
প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর- ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ, জিলক্বদ- ১৪৩৫ হিজরী, আশ্বিন- ১৪২১ বাংলা
দ্বিতীয় প্রকাশঃ ২০ আগষ্ট- ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ, শাওয়াল- ১৪৪০ হিজরী।

স্বত্বঃ সংকলক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

পরিবেশনায়: আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত রিসার্চ সেন্টার, বাংলাদেশ।

শুভেচ্ছা হাদিয়া ৮০/= টাকা

যোগাযোগ: দেশ-বিদেশের যে কোনো স্থানে বিভিন্ন সার্ভিসের মাধ্যমে কিতাবটি সংগ্রহ করতে মোবাইল: **০১৭২৩-৫১১২৫৩**

উৎসর্গ

আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মুজাদ্দেদে জামান,
বিশ্বওলী, আমার দয়াল পীর, দস্তগীর,
খাজাবাবা শাহ্সূফী হযরত মাওলানা
ফরিদপুরী নকশ্বন্দী মুজাদ্দেদী (কুঃ ছেঃ আঃ) ছাহেবের-
দস্ত মোবারকে।

ভূমিকা

মহা-পরাক্রমশালী পরম পবিত্র করুনাময় মহান আল্লাহ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করে ও তাঁর উপর ভরসা করে; বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী ও রাসূল, উম্মতের কাণ্ডারী, করুনার আধার, মানবতার শান্তি-মুক্তি ও অগ্রগতির সর্বোত্তম আদর্শ, দয়াল নবী রাসূলে করীম (ﷺ) এর মুহাব্বত নিয়ে, অসংখ্য আউলিয়ায়ে কেরাম ও আমার পীর-মুর্শীদ বিশ্বওলী হযরত খাজাবাবা ফরিদপুরী (কু: ছে: আ:) ছাহেবানদের নজরে করমে, আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'য়াত এর আকাইদ ভিত্তিক তাসাউফকে সামনে রেখে **"ক্বাল্বী জিকিরের দলিল ও ছামা"** কিতাবখানা আপনাদের সমীপে পেশ করলাম।

প্রিয় পাঠক সমাজ! আল্লাহ তা'আলার জিকির নিয়ে বর্তমানে কিছু দুনিয়াদার লেবাসধারী আলেম মতানৈক্য সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করছে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, অনেক নামী-দামী দুনিয়াদার আলেমরা জিকিরকে শিরক বিদ'য়াতের অন্তর্ভূক্ত করছেন; সত্যকে মিথ্যা বানাচ্ছে আবার মিথ্যাকে সত্য বানাচ্ছে। আল্লাহ পাকই তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবেন। মনে রাখবেন, মহান আল্লাহ পাক জ্ঞান দিয়েছেন সু-বিচার করার জন্য, চক্রান্ত করার জন্য নয়।

তাই বিষয়টি নিয়ে আমি গবেষণা শুরু করলাম এবং অবশেষে হাতে ক্বলম ধরি ও এই কিতাবখানা লিখতে শুরু করি। লিখার সময় আমার ***প্রিয়তমা বেগম সাহেবা*** এবং আমার স্নেহের মুফতি ***মাওলানা মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ বাহাদুর*** আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন, এজন্যে আমি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! অত্র কিতাবে প্রত্যেকটি বিষয় ছাবিত বা প্রমাণ করার জন্য অগ্রাধিকার রূপে 'ছহীহ্ ও হাছান' পর্যায়ের হাদিস এনেছি এবং কোনটি 'ছহীহ্ হাদিস' আর কোনটি 'যঈফ হাদিস' তা ইমামগণের অভিমত সহকারে সু-স্পষ্টভাবে কিতাবের হাওয়ালা সহকারে উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি কুখ্যাত ওহাবীদের অনেক ভ্রান্ত অভিযোগ স্পষ্ট দালায়েলের মাধ্যমে খণ্ডন করেছি। উভয় পক্ষের দলিল উল্লেখ করে বিশ্লেষণ করেছি এবং স্পষ্ট দালায়েলে

আলোকে নিরপেক্ষতার সাথে ছহীহ্ ও সঠিক সিদ্ধান্তটি উল্লেখ করেছি। আশাকরি কিতাবখানি অধ্যয়ণ করে আপনারা তৃপ্ত ও উপকৃত হবেন এবং এই ক্ষুদ্র মানুষটির জন্য দোয়া করবেন। কিতাবের খণ্ড নাম্বার ও পৃষ্ঠা নাম্বার যেগুলো দেওয়া হয়েছে সে গুলো আমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত কিতাব থেকে দিয়েছি। ছাপার ব্যবধান হলে খণ্ড ও পৃষ্ঠা নাম্বারগুলো মিলবে না, তবে অবশ্যই দলিলগুলো ঐ কিতাবে থাকবে। প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য লেখকের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল।

মুদ্রণের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি, তথাপিত ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। মহৎ পাঠকগণ ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, এটিই আশা করি। ভুল-ত্রুটি যা রয়েছে তা মুদ্রণজনিত ও অনিচ্ছাকৃত। কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে এটি সংশোধন করবো ইনশাআল্লাহ। সকলের মঙ্গল কামনায়, ইতিঃ-

মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ আলাউদ্দিন জিহাদী।
মৌলভীবাজার, সিলেট।
০১৭২৩-৫১১২৫৩

সূচীপত্র

আল্লাহর জিকির প্রসঙ্গে কিছু আয়াত/
আল্লাহর জিকির প্রসঙ্গে কিছু হাদিস/
ক্বাল্বী জিকির/
প্রথম প্রকার জিকির/
'আল্লাহ আল্লাহ' উচ্চারণের মাধ্যমে জিকির করা/
কোরআনের আলোকে উচ্চ আওয়াজে জিকির করা/
হাদিসের আলোকে উচ্চস্বরে জিকির করা/
জোরে জিকির করা কি কোরআনের নিষেধ?/
পূর্বসূরী উলামাদের দৃষ্টিতে উচ্চস্বরে জিকির/
দ্বিতীয় প্রকার জিকির/
তৃতীয় প্রকার জিকির/
দাঁড়িয়ে জিকির করা প্রসঙ্গে/
কোরআনের আলোকে ইসলামী সঙ্গীত বা ছামা/
হাদিসের দৃষ্টিতে ছামা ও গজল/
ইমামে আজম আবু হানিফা (رحمة الله) দৃষ্টিতে ছামা/
ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর দৃষ্টিতে ছামা/
শাফেয়ী মাজহাবের দৃষ্টিতে ছামা/
হাম্বলী মাজহাবের দৃষ্টিতে ছামা/
হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (رحمة الله) এর বক্তব্য/
কোরআনে কি গান নিষেধ করেছে?/
ছামার তালে তালে জিকির প্রসঙ্গে/
কয়েকটি ছামা বা গজল/

আল্লাহর জিকির প্রসঙ্গে কিছু আয়াত

পবিত্র কোরআনে আল্লাহর জিকির প্রসঙ্গে বহু সংখ্যক আয়াত রয়েছে। যেগুলো আল্লাহর জিকির করার জন্য উৎসাহ জনক ও জিকির থেকে গাফিলদের জন্য হুশিয়ারী জনক। নিচে কিছু আয়াত উল্লেখ করা হল। যেমন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

-"যারা ঈমানদার, তারা এমন যে, যখন আল্লাহর জিকির করে তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে আল্লাহর কালাম পাঠ করা হয় তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা স্বীয় রবের প্রতি ভরসা পোষণ করে।" (সূরা আনফাল: ২ নং আয়াত)

رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ

-"এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর জিকির থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখতে পারেনা। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টি উল্টে যাবে।" (সূরা নূর: ৩৭ নং আয়াত)

ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللهِ ذلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ

-"ফলে আল্লাহর জিকিরে তাদের চামড়া ও অন্তর বিনম্র হয়। এটাই আল্লাহ পথ নির্দেশ, এর মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা পদপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন তার কোন হাদি থাকেনা।" (সূরা যুমার: ২৩ নং আয়াত)

وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

-"আর নামায কায়েম করুন, নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর জিকির সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা করো।" (সূরা আনকাবুত, ৪৫ নং আয়াত)

إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي

-"আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তাঁর এবাদত করো ও আমার জিকিরের জন্য নামায কায়েম করো।" (সূরা ত্বহা: ১৪ নং আয়াত)

فَوَيْلٌ لِلْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ

-"দূর্ভোগ তাদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর জিকির থেকে কঠোর। তারা সুস্পষ্ট গোরাহীতে রয়েছে।" (সূরা জুমার: ২২ নং আয়াত)

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطانُ فَأَنْساهُمْ ذِكْرَ اللهِ أُولئِكَ حِزْبُ الشَّيْطانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ

-"শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর জিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। তারাই শয়তানের দল, সাবধান শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।" (সূরা মুজাদেলা: ১৯ নং আয়াত)

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ

-"হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির থেকে গাফেল না করে। যা এ কারণে গাফেল হয় তারাইতো ক্ষতিগ্রস্থ।" (সূরা মুনাফিকুন, ৯ নং আয়াত)

এছাড়াও জিকির সম্পর্কে বহু আয়াত পবিত্র কোরআনে রয়েছে। উল্লেখিত পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যায়, আল্লাহর জিকির করাই মূল উদ্দেশ্য। কেননা প্রত্যেকটা ইবাদতের মূল নির্যাস হলো আল্লাহর জিকির। যা মহান আল্লাহ তা'আলা অধিক ভালবাসেন।

আল্লাহর জিকির প্রসঙ্গে কিছু হাদিস

হাদিস গ্রন্থ সমূহে আল্লাহর জিকির প্রসঙ্গে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। শুধু বুঝার জন্য এখানে অল্প কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হল। যেমন,

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، **عَنْ مَعَاذٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْإِيمَانِ قَالَ: أَنْ تُحِبَّ لِلهِ وَتُبْغِضَ لِلهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللهِ**

-"হযরত মুয়াজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি নবী করিম (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ঈমানের কোন শাখাটি সর্বোত্তম? রাসূলে পাক (ﷺ) বললেন, আল্লাহর জন্য ভালবাসা, আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ পোষণ করা। তোমার জিহ্বা দ্বারা আল্লাহর জিকির করা।"[১] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

-"হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এবং হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যখন কোন মানব দল আল্লাহর জিকির করতে বসে, রহমতের ফেরেস্তারা তাদেরকে ঘিরে ফেলেন এবং তাদের উপর শান্তি নাযিল করতে থাকেন। অধিকন্তু স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পার্শ্বচরদের কাছে ইয়াদ করেন।" (মেশকাত শরীফ, হাদিস নং ২২৬১)

এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّت

-"হযরত আবু মূসা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, যে আল্লাহর জিকির করে ও যে জিকির করে না, তাদের উদাহরণ হল জীবিত ও মৃতের মতই।"[২] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زِيَادٍ، مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ؟ وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ؟ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذهبِ

১. মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ২২১২৯; মেশকাত শরীফ, হাদিস নং ৪৮; সনদ হাছান/ছহীহ্।
২. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৬৪০৭; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ২২৬৩

والوَرِقِ؟ وخيرٍ لكم مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: ذِكْرُ اللهِ

-"হযরত আবু দারদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে করীম (ﷺ) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে বলবো না যে, তোমাদের কার্যসমূহ হতে কোনটি সর্বোত্তম, তোমাদের রবের নিকট অধিক পবিত্র ও তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারে অধিক কার্যকর, সর্বোপরি তোমাদের পক্ষে সোনা রুপা দান করার অপেক্ষা শেষ্ঠ এবং এ কথা অপেক্ষাও শেষ্ঠ যে, তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ করিবে তাদের গর্দান কাটবে আর তারাও তোমাদের গর্দান কাটবে? সাহাবীরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, হুজুর বলুন। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর জিকির করা।"[৩] উক্ত হাদিসের সনদ ছহীহ্। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجِنّ؟ قَالَ: حلق الذّكر . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

-"হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে আকরাম (ﷺ) বলেছেন, তোমরা যখন জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তা থেকে ফল ভক্ষণ করবে। সাহাবীরা বললেন, জান্নাতের বাগান কোনটি? রাসূলে পাক (ﷺ) বললেন, জিকিরের বৈঠক।"[৪]

ইমাম তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটিকে **حَسَنٌ** হাছান বলেছেন। ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় হিলইয়াতুল আউলিয়া কিতাবে হযরত ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও ভিন্ন সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

---

৩. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৩৭৭; মেশকাত শরীফ, হাদিস নং ২২৬৯

৪. মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ১২৫২৩; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৫১০; মুসনাদু আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৩৪৩২; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৬৮ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং ৫২৬; ইমাম তাবারানী: আদ দোয়া, হাদিস নং ১৮৯০; মুসনাদু বাজ্জার, হাদিস নং ৬৯০৭; মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ২২৭১

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّيْطَانُ جَاثِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللهَ خَنَسَ وَإِذَا غَفَلَ وسوس . رَوَاهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقا

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলে মকবুল (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় শয়তান আদম সন্তানের ক্বাল্বে বসবাস করেন। যখন সে আল্লাহর জিকির করে তখন শয়তান ভেগে যায়, আর যখন জিকির থেকে গাফিল হয় তখন শয়তান ধোঁকা দেয়।"[৫] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখ করা যায়,

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ وَاسْمُهُ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِكْرِ اللهِ قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: وَلَا أَنْ يَضْرِبَ بِسَيْفِهِ حَتَّى يَنْقَطِعَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ الْكَبِيرِ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নবী পাক (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেছেন, প্রত্যেক বস্তুর ধৌতকারী শাবান রয়েছে, আর ক্বাল্বের শাবান হলো আল্লাহর জিকির। আল্লাহর জিকির হতে অধিক আযাব হতে পরিত্রানকারী আর কিছুই নেই। সাহাবিরা জিজ্ঞাস করলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করাও কি নয়? তিনি (ﷺ) বললেন, সে মুজাহিদ আল্লাহর পথে প্রচণ্ড বেগে তরবারির আঘাতে তা (যদি) ভেঙেও ফেলে।"[৬]

উল্লেখিত হাদিস সমূহের দিকে লক্ষ্য করুন, আল্লাহ পাক মুমিনদের জিকির কত পছন্দ করেন। আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, পরকালে সর্বোত্তম রিজিকের জন্য আল্লাহর জিকির করা অতীব প্রয়োজন। মুমিনের ঈমান

---

৫. ছহীহ্ বুখারী, মেসকাত শরীফ, হাদিস নং ২২৮১; ইমাম আবু দাউদ: আয যুহুদে মাওকুফ রূপে, হাদিস নং ৩৩৭

৬. ইমাম বায়হাক্বী: দাওয়াতুল কাবীর, হাদিস নং ১৯; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াবুল ঈমান, হাদিস নং ৫১৯; মেশকাত শরীফ, হাদিস নং ২২৮৬; সনদ দ্বায়িফ।

তাজা রাখা, ঈমান তাজা রাখা ও ক্বাল্ব জিন্দা রাখার জন্য আল্লাহর জিকিরের তুলনা নেই।

ক্বাল্বী জিকির

মানব দেহের অন্যতম লতিফা হল 'লতিফায়ে ক্বাল্ব'। পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় ক্বাল্বের কথা উল্লেখ আছে। নক্সবন্দিয়া-মোজাদ্দেদীয়া তরিকার মাশায়েখে এজামগণ সর্বপ্রথম সাধারণত 'লতিফায়ে ক্বাল্বে' ছবক দিয়ে থাকেন। এই 'লতিফায়ে ক্বাল্বে' ধ্যান করে যে জিকির করা হয় তাকে 'ক্বাল্বী জিকির' অথবা 'খফি জিকির' বলা হয়। আর আল্লাহর জিকির এমন এক ইবাদত যার মাধ্যমেই ক্বাল্ব শান্তিপ্রাপ্ত হয়। যেমন মহান আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন-

أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

-"শুনে রেখ! আল্লাহর জিকিরই ক্বাল্বের শান্তি।" (সূরা রা'আদ: ২৮ নং আয়াত)।

পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফ গবেষণা করে দেখা যায়, আল্লাহর জিকির বিভিন্নভাবে করা যায়। এ সম্পর্কে বিশ্ব নন্দিত মুফাচ্ছির ও ফকিহ্, আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। নিম্নে জিকিরের প্রকারভেদ সমূহ আলোচনা করা হল।

প্রথম প্রকার জিকির

আল্লাহ পাকের জিকির সম্পর্কে আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় তাফছিরে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন,

اعلم ان الذكر على ثلثة مراتب -"জেনে রেখ! নিশ্চয় জিকির তিন ধরণের হয়।"

أحدها الجهر ورفع الصوت -"প্রথমটি হল জাহেরী বা স্পষ্ট জিকির ও উচ্চ আওয়াজে জিকির করা।" (তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খণ্ড, ৩৮৬ পৃ: সূরা আরাফের ৫৫ নং আয়াতের তাফছিরে)।

যেমন: 'আল্লাহ-আল্লাহ' অথবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা সুবহানাল্লাহ, আল হাম্‌দুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, স্পষ্ট করে উচ্চ আওয়াজে জিকির করা। এখানে উল্লেখ্য যে, স্পষ্টকরে 'আল্লাহ আল্লাহ' নামের বিষয়টি পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা রয়েছে। উচ্চস্বরে আল্লাহর জিকির প্রসঙ্গে ছহীহ্ হাদিসে উল্লেখ রয়েছে,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يُنْصَرَفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফরজ নামাযের পরে উচ্চ আওয়াজে জিকির করা নবী করিম (ﷺ) এর জামানাও ছিল।"[৭]

অতএব, উচ্চস্বরে জিকির করা ছহীহ্ হাদিস তথা আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর আমল দ্বারা প্রমাণিত সুন্নাহ। আর পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

-"তোমাদের জন্য রাসূলের মধ্যে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ।" (সূরা আহযাব, ২১ নং আয়াত)

'আল্লাহ আল্লাহ' উচ্চারণের মাধ্যমে জিকির করা

মহান স্রষ্টার নাম 'আল্লাহ আল্লাহ' উচ্চারণের মাধ্যমে কিংবা আল্লাহর কোন গুণবাচক নামের জিকির করা কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ -"তোমার রবের নাম জিকির বা স্মরণ কর।" (সূরা মুয্‌যাম্মিল: ৮ নং আয়াত)

অনুরুপ অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

৭. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৮৪১; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৫৮৩; ছহীহ ইবনে খুজাইমা, হাদিস নং ১৭০৭; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৩৪৭৮; মুছান্নাফু আব্দির রাজ্জাক, হাদিস নং ৩২২৫;

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً -"সকাল সন্ধ্যা তোমার রবের নাম জিকির বা স্মরণ কর।" (সূরা ইনছান: ২৫ নং আয়াত)

অনুরুপ অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى-"রবের নামের জিকির কর অতঃপর সালাত আদায় কর।" (সূরা আ'লা: ১৫ নং আয়াত)

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে স্পষ্ট বলা আছে 'আল্লাহর নাম জিকির বা স্মরণ কর।" অতএব, মহান আল্লাহ তা'আলার যে কোন নাম নিয়ে তাকে স্মরণ করা পবিত্র কোরআনের নির্দেশ। এ বিষয়ে আরেকটি আয়াত উল্লেখ করা যায়,

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا -"আর আল্লাহর রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নামসমূহ তোমরা সেগুলো দ্বারা তাকে ডাক।" (সূরা আরাফ: ১৮০ নং আয়াত)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে তাকে ডাকা কোরআন দ্বারা সমর্থিত। 'আল্লাহ আল্লাহ' নামের জিকির সম্পর্কে ছহীহ্ হাদিসেও বর্ণিত আছে। যেমন নিচের হাদিসগুলো লক্ষ্য করুন-

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، **عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ: اللهَ اللهَ**

-"হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, কেয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংগঠিত হবেনা যতক্ষণ সে (একজন ব্যক্তি) 'আল্লাহ-আল্লাহ' বলবে।"[৮]

হাদিসটি আরেকজন সাহাবী থেকেও ছহীহ্ সূত্রে বর্ণিত আছে,

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصِّرَامِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، ثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْأَقْمَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْأَحْوَصِ، يُحَدِّثُ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ**

৮. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৩৯২ ও ৩৯৩; মুস্তাখরাজে আবী আওয়ানা, হাদিস নং ২৯৩; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২০৪৩ ও ১২৬৬০; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২২০৭; ইমাম নুয়াইম বিন হাম্মাদ: আল ফিতান, হাদিস নং ১৮০৪; মুসনাদে আবী ই'য়ালা, হাদিস নং ৩৫২৬; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৬৯২৩; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৮৫১৩

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللهَ اللهَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ،

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলে করিম (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংগঠিত হবেনা যতক্ষণ সে (একজন ব্যক্তি) 'আল্লাহ আল্লাহ' বলবে।" ইমাম হাকেম (রাঃ) বলেন, হাদিসটি বুখারী-মুসলিমের শর্তে ছহীহ্। (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৮৫১১)

উল্লেখিত হাদিস দু'টি দ্বারা বুঝা যায়, 'আল্লাহ-আল্লাহ' নামের জিকির কেয়ামত সংগঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চালু থাকবে। অতএব, আল্লাহ আল্লাহ বারবার উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর জিকির করা কোরআন সুন্নাহ সম্মত। এ কারণেই পাকিস্থানের আল্লামা মুফতী শফি সাহেব তদীয় 'তাফছিরে মা'রেফুল কোরআন' কিতাবে বলেন, "বারবার আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণের মাধ্যমে আল্লাহর জিকির করা ইবাদত।" (তাফছিরে মা'রেফুল কোরআন)

কোরআনের আলোকে উচ্চস্বরে জিকির

অনেকের ধারণা উচ্চ আওয়াজে জিকির করা নিষিদ্ধ। তবে আমার মতে এরুপ ধারণা করা ঢালাওভাবে সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। কেননা উচ্চস্বরে আল্লাহর জিকির প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا (ফাজকুরুল্লাহা কা'জিকরিকুম আবায়াকুম আও আশাদ্দা জিকরা)

-"তোমরা আল্লাহর জিকির কর যেমনি তোমাদের বাপ-দাদাদের স্বরণ করতে, বরং এর চেয়ে অধিক পরিমানে জিকির কর।" (সূরা বাকারা: ২০০ নং আয়াত)

এই আয়াতের তাফছিরে মহিউস সুন্নাহ ইমাম বাগভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেছেন,

وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ إِذَا فَرَغَتْ مِنَ الْحَجِّ وَقَفَتْ عِنْدَ الْبَيْتِ فَذَكَرَتْ مَفَاخِرَ آبَائِهَا، فأمرهم الله بذكره،

-"এমনিভাবে আরবরা যখন হজ্বের কাজ থেকে বের হতে তখন বাইতুল্লাহর কাছে অবস্থান করতেন এবং পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে কীর্তিগাথার মাধ্যমে ফখর

করতেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আল্লাহর জিকির করতে আদেশ দেন।"[৯]

অনুরুপ ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، **عَنْ مُجَاهِدٍ.. قَالَ: تَفَاخَرَتِ الْعَرَبُ بَيْنَهَا بِفِعْلِ آبَائِهَا يَوْمَ النَّحْرِ حِينَ فَرَغُوا، فَأُمِرُوا بِذِكْرِ اللهِ مَكَانَ ذَلِكَ**

-"হযরত মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আরবের লোকেরা কোরবানী দিন তাদের বাপ-দাদার শানে কীর্তিগাঁথা বলত। অতঃপর ঐ স্থানে আল্লাহর জিকির করার আদিষ্ট হন।" (তাফছিরে তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৫৩৭ পৃ:)

অনুরুপ ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে আরো উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، **عَنْ قَتَادَةَ، فِي قَوْلِهِ قَالَ: كَانُوا إِذَا قَضَوْا مَنَاسِكَهُمُ اجْتَمَعُوا فَافْتَخَرُوا، وَذَكَرُوا آبَاءَهُمْ وَأَيَّامَهَا، فَأُمِرُوا أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَ ذَلِكَ ذِكْرَ اللهِ،**

-"হযরত কাতাদা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আল্লাহ তা'আলার বাণীর ব্যাখ্যায় বলেন, যখন জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের হজ্বের কাজ থেকে বের হতেন তখন তারা একত্রিত হতেন ও তাদের বাপ দাদার কীর্তিগাথা পেশ করতেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সে স্থানে আল্লাহর জিকির করার আদেশ দেন।" (তাফছিরে তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৫৩৭ পৃ:)

হাফিজুল হাদিস ইমাম আব্দুর রহমান জালালুদ্দিন ছিয়তী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

{كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ} كَمَا كُنْتُمْ تَذْكُرُونَهُمْ عِنْد فَرَاغ حَجّكُمْ بِالْمُفَاخَرَةِ

-"যেমনটি তোমাদের বাপ-দাদাদের স্বরণ করতে' অর্থাৎ যেমনি তোমরা তোমাদের পূর্ব পুরুষদের কীর্তিগাঁথার মাধ্যমে স্মরণ করতে হজ্বের কাজ সম্পাদনের পর।" (তাফছিরে জালালাইন, ৪২ পৃ:)

---

৯. তাফছিরে মাআলিমুত্তানজিল, ১ম খণ্ড, ২৫৭ পৃ: উক্ত আয়াতের আফছিরে

এই বক্তব্য গুলো ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করে বলেন,
هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْمُفَسِّرِينَ. -"ইহা অধিকাংশ মুফাচ্ছিরগণের বক্তব্য।" (তাফছিরে কুরতবী, ২য় খণ্ড, ৪৩১ পৃঃ)

উল্লেখিত দালাইল গুলো দ্বারা বুঝা যায়, আরবেরা পূর্ব যুগে মেলায় অংশগ্রহণ করত ও পিতৃ-পুরুষের নামে উচ্চ আওয়াজে কীর্তি গাঁথা গাইতেন বা গান গাইতেন। মহান আল্লাহ পাক ঐ ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে মুমিনদেরকে বললেন তোমরা ঐরুপ কীর্তিগাঁথা না গেয়ে আল্লাহর জিকির কর বরং তাদের চেয়ে অধিক পরিমানে জিকির কর। সুতরাং কীর্তি গাথার মত আওয়াজ করে কিংবা অধিক পরিমানে ও উচ্চ আওয়াজে জিকির করা স্বয়ং আল্লাহ পাকের নির্দেশ।

উচ্চস্বরে জিকির করা কি কোরআনের নিষেধ?

পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত নিয়ে কেউ কেউ ঢালাওভাবে উচ্চ আওয়াজে জিকির নিষেধ করে থাকেন। মূলত এই আয়াত অতি উচ্চস্বরে জিকিরকে নিষেধ করেছে কিন্তু স্বাভাবিক জোরে জিকিরকে নিষেধ করে না। প্রথমেই আয়াত শরীফটি লক্ষ্য করুন,

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ

-"আর স্মরণ করতে থাক স্বীয় পালনকর্তাকে বিনয় ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং চিৎকার করা অপেক্ষায় কম; সকাল ও সন্ধ্যায়। আর বে-খবর থেকো না।" (সূরা আরাফ, ২০৫ নং আয়াত)

সূরা আরাফ এর ২০৫ নং আয়াত ও সূরা ইসরা এর ১১০ নং আয়াতের মূল মাআনা বা অর্থ একই। অথবা সূরা আরাফের ২০৫ নং আয়াতের সু-স্পষ্ট ব্যাখ্যা হল সূরা ইসরার ১১০ নং আয়াত। যেমন সূরা ইসরার ১১০ নং আয়াতে আল্লাহ তালা বলেন,

قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً

-"বলুন, আল্লাহ বলেই ডাক অথবা রহমান বলেই ডাক, সকল সুন্দর নাম সমূহ তারই। আপনার নামায আদায়কালে উচ্চ আওয়াজে পড়বেন না আবার নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বব করুন।" (সূরা ইসরা, আয়াত নং ১১০)

সূরা আরাফের ২০৫ নং আয়াতের তাফছিরে হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইবনে কাছির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন,

وَقَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلا} فَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا إِذَا سَمِعُوا الْقُرْآنَ سَبُّوهُ، وَسَبُّوا مَنْ أَنْزَلَهُ، وَسَبُّوا مَنْ جَاءَ بِهِ؛ فَأَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى أَلَّا يَجْهَرَ بِهِ،

-"আর অবশ্যই এই আয়াতের অর্থ হবে যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'আপনার নামায আদায়কালে উচ্চ আওয়াজে পড়বেন না আবার নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের অবলম্বন করুন।' কেননা মুশরিকরা যখন ইহা শুনে তখন তাকে গালী দেয় যিনি ইহা নাযিল করেছেন এবং যে এটি বহন করেছে তাকে। ফলে আল্লাহ তা'আলা ইহাকে অতি উচ্চ আওয়াজ ব্যতীত ডাকার নির্দেশ দেন।" (তাফছিরে ইবনে কাছির, ৩য় খণ্ড, ৫৩৯ পৃ:)

সুতরাং আয়াতদ্বয়ের মূল উদ্দেশ্য হল, অতি উচ্চ আওয়াজে ক্বেরাত বা জিকির না করা এবং একেবারে নিঃশব্দেও না করা। বরং এতদুভয়ের মাঝামাঝি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করাই হল পবিত্র কোরআনের শিক্ষা। সূরা আরোফের ২০৫ নং আয়াতের তাফছিরে রইছুল মুফাচ্ছেরীন হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَعْنِي بِالذِّكْرِ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةِ، يُرِيدُ يَقْرَأُ سِرًّا فِي نَفْسِهِ، تَضَرُّعاً وَخِيفَةً، خَوْفًا، أَيْ: تَتَضَرَّعُ إِلَيَّ وَتَخَافُ مِنِّي هَذَا فِي صَلَاةِ السِّرِّ. وَقَوْلُهُ: وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، أَرَادَ فِي صَلَاةِ الْجَهْرِ لَا تَجْهَرْ جَهْرًا شَدِيدًا بَلْ فِي خفض وسكون، تسمع مَنْ خَلْفَكَ.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, অর্থাৎ (আয়াতের উদ্দেশ্য হল) নামাযের ক্বিরাত পাঠের জিকির দ্বারা (উচ্চ আওয়াজ করো না)। এর দ্বারা ইচ্ছা হল, নামাযে বিনয় ও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ক্বেরাত পাঠ করো। অর্থাৎ গোপন

ক্বিরাতের নামাযেও আমার প্রতি বিনয় ও ভীত হালে ক্বিরাত পড়। "জোরে আওয়াজ ব্যতীত" এর দ্বারা ইচ্ছা হলো উচ্চস্বরে ক্বিরাতের নামাযে বেশী জোর ক্বিরাত না করা। বরং সামান্য নিচু ও শান্ত স্বরে যেন পিছন থেকে এর আওয়াজ শুনতে পায়।"[১০]

আয়াতের তাফছিরে প্রখ্যাত দুইজন তাবেঈ বলেছেন,

وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ: أَمَرَ أَنْ يَذْكُرُوهُ فِي الصُّدُورِ بِالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ فِي الدُّعَاءِ وَالِاسْتِكَانَةِ، دُونَ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالصِّيَاحِ بِالدُّعَاءِ.

-"হযরত মুজাহিদ (রাঃ) ও ইবনে জুরাইয (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, এই মর্মে আদেশ করা হয়েছে যে, অন্তরে বিনয় ও চাপাস্বরে আল্লাহর প্রতি দোয়া প্রার্থনা করো। উচ্চস্বরে **চিৎকারের আওয়াজে** দোয়া ব্যতীত।" (তাফছিরে বাগভী, ২য় খণ্ড, ২৬৪ পৃ:;)

এই আয়াত সম্পর্কে ইমাম কুরতবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেন,

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ: وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي مَعْنَى وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ أَنَّهُ فِي الدُّعَاءِ.

-"হযরত আবু জাফর নাহ্হাস (রাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের রবকে নিচুস্বরে ডাক' নিশ্চয় এই আয়াত দোয়ার বেলায়, আর এ বিষয়ে কোন মতানৈক্য নেই।" (তাফছিরে কুরতবী, ৭ম খণ্ড, ৩৫৫ পৃ:)

হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইবনে কাছির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

{وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ} وَهَكَذَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الذِّكْرُ لَا يَكُونُ نِدَاءً وَ لَاجَهْرًا بَلِيغًا؛

-"উচ্চ আওয়াজ ব্যতীত" এরুপ নিচু আওয়াজে জিকির করা মুস্তাহাব যে, এটি চিৎকার করে উচ্চ আওয়াজে আহ্বানের মত হবে না।" (তাফছিরে ইবনে কাছির, ৩য় খণ্ড, ৫৩৯ পৃ:)

এই আয়াত সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) সবচেয়ে সুন্দর ও স্পষ্ট করে যা বলেছেন,

---

১০ তাফছিরে বাগভী, ২য় খণ্ড, ২৬৪ পৃ:; তাফছিরে কুরতবী, ৭ম খণ্ড, ৩৫৫ পৃ:

(وَدُونَ الْجَهْرِ) أَيْ دُونَ الرَّفْعِ فِي الْقَوْلِ. أَيْ أَسْمِعْ نَفْسَكَ، كَمَا قَالَ:"وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا" أَيْ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ.

-"উচ্চ আওয়াজ ব্যতীত" অর্থাৎ জোরে আওয়াজে ব্যতীত যেন নিজে ওয়াজ শুনতে পায়। 'এতদুভয়ের অবলম্বব করুন' অর্থাৎ অধিক উচ্চ ও অত্যাধিক নিচুর মাঝামাঝি আওয়াজে পড়ুন।" (তাফছিরে কুরতবী, ৭ম খণ্ড, ৩৫৫ পৃ:)

মাঝামাঝি আওয়াজে ক্বিরাত বা জিকির করার বিষয়ে একটি হাদিস উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমন লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ح وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ، **عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ، قَالَ: وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ، قَالَ: قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَقَالَ لِعُمَرَ: مَرَرْتُ بِكَ، وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ، قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُوقِظُ الْوَسْنَانَ، وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا، وَقَالَ لِعُمَرَ: اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا.**

-"হযরত আবু কাতাদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এক রাতে ঘর হতে বের হয়ে হযরত আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে আস্তে আস্তে (বেশী নিরবে) কেরাত পড়তে দেখলেন। অতঃপর তিনি (ﷺ) উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর পাশ দিয়ে গমনকালে অধিক জোরে জোরে ক্বিরাত পড়তে শুনলেন। অতঃপর যখন তারা দুইজন রাসূলে পাক (ﷺ) এর কাছে একত্রিত হলেন, তখন রাসূলে করীম (ﷺ) আবু বকর সিদ্দিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন, আমি তোমার পাশ দিয়ে গমনকালে নিঃশব্দে সালাত পড়তে শুনলাম। তখন আবু বকর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার রবের সাথে গোপনে আলাপ করছি এবং তিনি শ্রবণকারী। রাবী বলেনঃ

অতঃপর তিনি (ﷺ) উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন, আমি তোমার পাশ দিয়ে গমনকালে উচ্চ আওয়াজে সালাত পড়তে শুনেছি। তখন উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, এর দ্বারা ইচ্ছা ছিল ঘুমন্ত মানুষকে জাগ্রত করা এবং শয়তানকে বিতারিত করা। রাবী হাসান বলেন, তখন নবী পাক (ﷺ) বললেন, হে আবু বকর! তুমি তোমার ক্বিরাতকে একটু শব্দ করে পাঠ করবে। উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন, তুমি তোমার ক্বিরাত একটু নিম্ন শব্দে পাঠ করবে।"[১১]

অতএব, জোরে জিকির করা নিষেধ নয় বরং চিৎকার করে জোরে জিকির করা নিষেধ। স্বাভাবিক জোরে জিকির করা কোরআনের শিক্ষা ও রাসূলে পাক (ﷺ) এর তরিকা। তাই যারা ঢালাওভাবে জোরে জিকির করা নিষেধ করে এতে করে তাদের জিহালত বা মুর্খতাই প্রকাশ পাবে। সুতরাং বেশী জোরে নয় আবার একেবারে নিঃশব্দেও নয়, মধ্যপন্থা অবলম্বন করে জোরে জিকির করা জায়িয।

হাদিসের আলোকে আলোকে উচ্চস্বরে জিকির

প্রিয় নবীজি (ﷺ) বিভিন্ন সময়ে উচ্চ আওয়াকে আল্লাহর জিকির করতেন বলে বিভিন্ন হাদিস থেকে জানা যায়। যেমন উচ্চ আওয়াজে জিকির করা সম্পর্কে পবিত্র হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يُنْصَرَفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ**

১১. সুনানু আবী দাউদ, হাদিস নং ১৩২৯; ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ৭২১৯; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১১৬৮; ইম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ৪৭০০; ছহীহ্ ইবনে খুজাইমা, হাদিস নং ১১৬১; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৭৩৩; তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খণ্ড, ৪৫২ পৃ:

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফরজ নামাজের পরে উচ্চ আওয়াজে জিকির করা নবী করিম (ﷺ) এর জামানাও ছিল।"[১২]

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, উচ্চ আওয়াজে জিকির করা রাসূলে পাক (ﷺ) এর জামানায় ছিল। সুতরাং উচ্চস্বরে জিকিরকে 'বিদ'য়াত' বলা মূর্খতা বৈ কিছুই নয়। কারণ যে আমল স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর জামানায় ছিল এবং স্বয়ং দ্বীনের নবী (ﷺ) যে আমল করতেন, ঐ আমল বিদ'য়াত হতে পারে না। আর যারা নবী পাকের কোন আমলকে বিদ'য়াত বলবে সে নবী করিম (ﷺ) এর অনুসারী হতে পারেনা। এ ব্যাপারে অপর হাদিসে উল্লেখ আছে:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، **عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا سَلَّمَ مَنْ صَلَاتِهِ، يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ، وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সালাম ফিরাতেন তখন উচ্চ আওয়াজে বলতেন: "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহ্, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লে শায়ইন কাদির।"[১৩]

---

১২. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৮৪১; ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৫৮৩; ছহীহ ইবনে খুজাইমা, হাদিস নং ১৭০৭; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৩৪৭৮; মুছান্নাফু আব্দির রাজ্জাক, হাদিস নং ৩২২৫

১৩. ছহীহ্ মুসলীম, হাদিস নং ৫৯৪; ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৬৪৭৩; ইমাম বায়হাক্বী: মারেফাতুস সুনান ওয়াল আছার, হাদিস নং ৩৮৯৩; নাসাঈ শরীফ, মুসনাদে আহমদ, সুনানে দারেমী, মুসনাদে শাফেয়ী, হাদিস নং ২৮৮; ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, হাদিস নং ৮৪৭; ইমাম বায়হাক্বী: আস-সুনানুল কোবরা, হাদিস নং ৪১০৫; মেশকাত শরীফ, ৮৮ পৃ: হাদিস নং ৯৬৩; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেশকাত, ৩য় খণ্ড, ৩৫ পৃ:

দেখুন! এই হাদিসে স্পষ্ট করে উল্লেখ আছে: **يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى** অর্থাৎ, উচ্চ আওয়াজে বলতেন। স্বয়ং আল্লাহর নবী (ﷺ) উচ্চ আওয়াজে জিকির করেছেন। তাহলে বলুন! আল্লাহর নবী (ﷺ) কি বিদ'য়াত করেছেন? (নাউজুবিল্লাহ) তাই অবস্থাভেদে উচ্চ আওয়াজে জিকির করা প্রিয় নবীজি (ﷺ)'র সুন্নাত।

পূর্বসূরী উলামাদের দৃষ্টিতে উচ্চস্বরে জিকির

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বহু উলামা ফোকাহাগণ উচ্চস্বরে জিকির করার পক্ষে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। তিনাদের সকলে দৃষ্টিতে উচ্চস্বরে জিকির বা তাকবীর বলা মুস্তাহাব। যেমন উচ্চ আওয়াজে জিকির প্রসঙ্গে বিশ্ব বিখ্যাত মুফাচ্ছির **আল্লামা ইসমাঈল হাক্বী হানাফী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)** তদীয় কিতাবে বলেন,

الذكر برفع الصوت جائز بل مستحب إذا لم يكن عن رياء ليغتنم الناس

-"উচ্চ আওয়াজে জিকির করা জায়িয বরং মুস্তাহাব, যখন এটি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে না হবে।"[১৪]

উচ্চস্বরে জিকির প্রসঙ্গে ইমাম শরফুদ্দিন নববী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)'র অভিমত

উচ্চস্বরে জিকির প্রসঙ্গে শারিহে মুসলীম ইমাম শরফুদ্দিন নববী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) স্বীয় কিতাবে বলেন,

هَذَا دَلِيلٌ لِمَا قَالَهُ بَعْضُ السَّلَفِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ وَالذِّكْرِ عَقِبَ الْمَكْتُوبَةِ وَمِمَّنِ اسْتَحَبَّهُ مِنَ المتأخرين بن حزم الظاهري ونقل بن بَطَّالٍ

-"(উচ্চস্বরে জিকির করা) এই হাদিস দ্বারা (ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর হাদিস) দলিল হয়। এজন্যেই কোন কোন সালাফগণ বলেছেন, ফরজ নামাজের পর উচ্চস্বরে তাকবীর, জিকির করা মুস্তাহাব। শেষ যুগের ইমামদের মধ্যে যারা এরূপ

১৪. তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খণ্ড, ১৭২ পৃঃ;

মুস্তাহাব জানতেন তারা হল ইমাম ইবনে হাজম জাহেরী (রাঃ) ও ইমাম ইবনে বাত্তাল (রাঃ) এটা নকল করেছেন।" (ইমান নববী: শরহে সহীহ মুসলিম, ৫ম খণ্ড, ৮৪ পৃ:)

উচ্চস্বরে জিকির প্রসঙ্গে ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)'র অভিমত

উচ্চস্বরে জিকির সম্পর্কে শারিহে বুখারী ইমাম বদরুদ্দিন আইনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে বলেন-

اسْتدلَّ بِهِ بعض السّلف على اسْتِحْبَاب رفع الصَّوْت بِالتَّكْبِيرِ وَالذكر عقيب الْمَكْتُوبَة، وَمِمَّنْ استحبه من الْمُتَأَخِّرين: ابْن حزم، وَقَالَ ابْن بطال: أَصْحَاب الْمذَاهب المتبعة وَغَيرهم متفقون على عدم اسْتِحْبَاب رفع الصَّوْت بِالتَّكْبِيرِ، وَالذكر،

-"কোন কোন সালাফ ফরজ নামাজের পর উচ্চস্বরে জিকির ও তাকবীরের বিষয়ে এই হাদিস দলিল পেশ করেন। পরবর্তী উলামাদের যারা এটিকে মুস্তাহাব বলেছেন, তাদের মধ্যে ইমাম ইবনে হাজম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) একজন। ইমাম ইবনে বাত্তাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, মাযহাব আনুগত্যশীলরা ও অন্যান্যরা একমত হয়েছে যে, উচ্চস্বরেও তাকবীর বলা মুস্তাহাব।"[১৫]

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)'র অভিমত

হাফিজুল হাদিস ও শারিহে বুখারী ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন-

وَالْجُمْهُورُ عَلَى ذَلِكَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَهْرِ بِالذِّكْرِ عَقِبَ الصَّلَاةِ

-"অধিকাংশরা এই বিষয়ের উপর রয়েছে যে, এই হাদিস দ্বারা নামাযের পর উচ্চস্বরে জিকির করা মুস্তাহাব।"[১৬]

উচ্চ আওয়াজে জিকির প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ ফোকাহায় কেরামের অভিমত,

---

১৫. ইমাম আইনী: উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১২৬ পৃ: **بابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ**;

১৬. ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ২য় খণ্ড, ৩২৫ পৃ: قَوْلُهُ بَابُ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ;

وَأَمَّا التَّسْبِيح وَالتَّهْلِيل لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَإِنْ رَفَعَ صَوْتَهُ، كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْكُبْرَى.

অর্থাৎ তাসবীহ ও তাহলীল বলার মধ্যে কোন ক্ষতি নেই যদিও ইহা উচ্চ আওয়াজে হয়। যেমনটি ফাতওয়ায়ে কুবরা কিতাবে আছে।" (ফতোয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খণ্ড, ৩১৬ পৃ:)।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (الله رحمة) এই মর্মে অভিমত

فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إنَّ الْجَهْرَ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَلِتَعَدِّي فَائِدَتِهِ إلَى السَّامِعِينَ

-"অনেক আহলে ইলমগণ বলেছেন, উচ্চ আওয়াজে জিকির উত্তম। কেননা ইহা অধিক পরিমানে আমলের দ্বারা শ্রোতাগণ ফায়দা হাছিল করেন।"[১৭]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই মর্মে আরো বলেন,

وَفِي حَاشِيَةِ الْحَمَوِيِّ عَنْ الْإِمَامِ الشَّعْرَانِيِّ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُشَوِّشَ جَهْرُهُمْ عَلَى نَائِمٍ أَوْ مُصَلٍّ أَوْ قَارِئٍ إلَخْ

-"হাশিয়ায়ে হামাভী গ্রন্থে ইমাম শা'রানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) থেকে উল্লেখ রয়েছে, পূর্বসূরী ও পরবর্তী উলামাদের মাঝে ইজমা বা ঐক্যমত হয়েছে যে, মসজিদের খিতরে বা বাহিরে জিকিরের জামাত করা মুস্তাহাব। তবে ঘুমন্ত ব্যক্তি, নামাযী ও কোরআন তেলাওয়াতকারীর যদি বিরক্ত না করে।"[১৮]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এই মর্মে আরো বলেন,

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ فِي غَزَاةٍ وَلَعَلَّ رَفْعَ الصَّوْتِ يَجُرُّ بَلَاءً وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ وَلِهَذَا نَهَى عَنْ الْجَرَسِ فِي الْمَغَازِي، وَأَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ فَجَائِزٌ كَمَا فِي الْأَذَانِ وَالْخُطْبَةِ وَالْجُمُعَةِ وَالْحَجِّ

-"আর বর্ণিত আছে যে, নিশ্চয় রাসূলে পাক (ﷺ) কোন যুদ্ধে ছিলেন, সম্ভবত তখন উচ্চস্বরে জিকির বা তাকবীর যুদ্ধের জন্য ক্ষতিকারক ছিল তাই যুদ্ধক্ষেত্রে

১৭. ফতোয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড, ৪৩৪ পৃ:; ফতোয়ায়ে রশিদিয়া, ৩য় খণ্ড, ১০৪ পৃ:;
১৮. ফতোয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড, ৪৩৪ পৃ:;

এরুপ উচ্চ আওয়াজ করতে নিষেধ করেছেন। অন্যথায় উচ্চস্বরে জিকির করা জায়েয যেমনটি আযান, খুতবায়, জুময়ায় ও হজ্বের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।"[১৯]

শায়েখ আব্দুল হাক্ব মুহাদ্দেস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উচ্চস্বরে জিকির অস্বীকার কারীকে মূর্খ বলেছেন। (আশিয়াতুল লুম'আত)

আল্লামা আহমদ তাহতাভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)'র অভিমত

ويستفاد من الحديث الأخير جواز رفع الصوت بالذكر والتكبير عقب المكتوبات بل من السلف من قال باستحبابه وجزم به ابن حزم من المتأخرين

-"(হযরত ইবনে যুবাইর (রাঃ)) এর বর্ণিত হাদিসের শেষাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয়, ফরজ নামাজের পর উচ্চস্বরে তাকবীর ও জিকির করা জায়িয। বরং সালাফদের অনেকে এটাকে মুস্তাহাব বলেছেন। পরবর্তী উলামাদের মধ্যে ইবনে হাজম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) দৃঢ়তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।"[২০]

আল্লামা আহমদ তাহতাভী (الله رحمة) আরো বলেছেন,

قال في الفتاوى لا يمنع من الجهز بالذكر في المساجد احترازا عن الدخول تحت قوله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} كذا في البزازية

-"মুছান্নিফ তার ফাতওয়ার মধ্যে বলেন, মসজিদে উচ্চস্বরে জিকির করতে বাধা দিবেনা। বাধা দানকারী পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

-'তার চেয়ে বড় জালিম কে আছে যে মসজিদ সমূহে আল্লাহর জিকির করতে বাধা দেয়।' যেমনটি ফাতওয়ায়ে বায্যাজিয়ার মধ্যে রয়েছে।"[২১]

---

১৯. ফাতওয়ায়ে শামী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৯৮ পৃ:;

২০. হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মাকিল ফালাহ, ১ম খণ্ড, ৩১২ পৃ:;

২১. হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ, ১ম খণ্ড, ৩১৮ পৃ:;

দলিলঃ হিজরী ১৪শ শতাব্দির অন্যতম মুজাদ্দিদ আল্লামা আহমদ রেজা খাঁন ফাজেলে বেরলভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, উচ্চস্বরে জিকির করা জায়েয, তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন কোন নামাযী, রোগী ও শয়নকারীর ক্ষতি না হয়।" (আহকামে শরীয়ত, ১৬৬ পৃঃ)

দলিলঃ আল্লামা আশরাফ আলী থানভী ও আল্লামা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী উভয়ের অভিমত হচ্ছেঃ "তবে জিকিরের একাগ্রতা সৃষ্টি ও শয়তানের কুমন্ত্রনা থেকে বাচার একটা ব্যবস্থা হিসেবে উচ্চস্বরে জিকির করে, তবে তাতে কোন ক্ষতি নেই।" (মাজালিছে হাকিমুল উম্মত, ১৪৫ পৃঃ)।

কোন কোন শায়েখ ক্বাল্বী জিকিরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবেঃ-

দলিলঃ "ইহা নিয়ম হইল এই শ্বাস গ্রহণ করার সময় অন্তরের ভাষায় বলিবে لا اله এবং বাহির করিবার সময় الا الله। তাছাড়া কোন কোন বুজুর্গের মতে ইহার বিপরিত অর্থাৎ, নিশ্বাস ত্যাগের সময় اله لا বলিবে।" (আনোয়ারুছ ছালিকিন, ৭৯ পৃঃ)

আল্লামা হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

দলিলঃ "সূফীগণের পরিভাষায় পাক আনফাছ হইতেছে, নিশ্বাস ও প্রশ্বাস উভয় সময়ই সরবে হউক বা নীরবে আল্লাহর জিকির করা।" (যিয়াউল কুলুব, ২৯ পৃঃ)।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রতিয়মান হয় যে, উচ্চ আওয়াজে আল্লাহর জিকির করা জায়িয ও মুস্তাহাব এবং পবিত্র কোরআন ও ছহীহ্ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। পাশাপাশি ফোকাহায়ে কেরাম ও সূফিয়ায়ে এজামগণের আকওয়াল দ্বারাও ইহা প্রমাণিত। তাই লোক দেখানোর উদ্দেশ্য না থাকলে, নামাযি, রোগী, ঘুমন্ত ব্যক্তি ও কোরআন তেলাওয়াতকারী না থাকলে উচ্চ আওয়াজে জিকির করা অবশ্যই জায়িয। বস্তুত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে কোন আমলই করা জায়িয নয়। কেননা রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন-

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ هِلَالٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادٍ أَبِي عَمَّارٍ، **عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا**

-"হযরত আবু উমামা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, ঐ আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না, যা তাঁর জন্য খালেছ ভাবে না করা হয়।"[২২]

অতএব, লোক দেখানো ব্যতীত আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিচিত্তে উচ্চস্বরে জিকির করা জায়িয।

দ্বিতীয় প্রকার জিকির (শুধু জিহ্বা যোগে)

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) দ্বিতীয় প্রকার জিকির সম্পর্কে উল্লেখ করেন,

ثانيها الذكر باللسان سرّا (ওয়া ছানিহা জিকরু বিল লিছানে ছির্‌রান)

অর্থাৎ, দ্বিতীয় প্রকার জিকির হচ্ছে শুধু জিহ্বা যোগে গোপনীয় ভাবে।"[২৩]

এই প্রকার জিকির হচ্ছে, আওয়াজ ছাড়া শুধুমাত্র জিহ্বা নাড়িয়ে জিকির করা। এই ধরণের জিকির প্রসঙ্গে পবিত্র হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ،... قَالَ: لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللهِ.**

-"আব্দুল্লাহ ইবনে বুশর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন..... আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহর জিকির করতে করতে তোমাদের জিহ্বা যেন তাজা হয়ে থাকে।"[২৪]

ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটিকে **صَحِيحٌ** ছহীহ্ বলেছেন। ইমাম তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটিকে **حَسَنٌ** হাছান

---

২২. ইমাম নাসাঈ: আস-সুনানুল কোবরা, হাদিস নং ৪৩৩৩; নাসাঈ শরীফ, কিতাবুয জিহাদ, হাদিস নং ৩১৪০; তাফছিরে মাজহারী, ৪র্থ খণ্ড, ২৯৯ পৃ:; তাফছিরে রুহুল মাআনী, ১৬তম জি: ৫২৪ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছাগীর, ১ম জি: ১১৪ পৃ:

২৩. তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খণ্ড, ৩৮৬ পৃ: সূরা আরাফের ৫৫ নং আয়াতের তাফছিরে;

২৪. তিরমিজি শরীফ, ২য় জি: ১৭৫ পৃ: হাদিস নং ৩৩৭৫; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৮২২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৩৭৯৩; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, ২১৮ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াঈবুল ঈমান, ১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃ:; তাবারানী তাঁর আওছাতে, ১ম খণ্ড, ৬১৮ পৃ:; মুসনাদে আহমদ; তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খণ্ড, ৩৮৬ পৃ:; মুসনাদে আবু আওয়ানা; মেশকাত শরীফ, ১৯৮ পৃ:; মেরকাত শরহে মেশকাত, ৫ম খণ্ড, ১৫৪ পৃ:; সুনানে দারেমী শরীফ, ২য় খণ্ড, ৩৯৮ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছগীর, ১ম জি: ১৯ পৃ:

বলেছেন। সুনানে ইবনে মাজাহ'র তাহকিকে নাছিরুদ্দিন আলবানী হাদিসটিকে **صَحِيحُ** ছহীহ্ বলেছেন। এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েতে এভাবে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ السَّكُونِيُّ، **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ الْمَازِنِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تُفَارِقَ الدُّنْيَا وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ**

-"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুশর মাযিনী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, একজন আরাবী প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন আমল আল্লাহর কাছে অধিক উত্তম? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, এমনভাবে দুনিয়া থেকে বের হয়ে যাও যেন তোমার জিহ্বা আল্লাহর জিকিরে তাজা হয়ে থাকে।"[২৫] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখযোগ্য,

حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادُ الْمُقْرِئُ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، **عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ**

-"হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন আমল আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয়? প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেন, এমনভাবে মৃত্যুবরণ কর যেন তোমার জিহ্বা আল্লাহর জিকিরে তাজা হয়ে থাকে।"[২৬] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত উল্লেখযোগ্য,

حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ الصَّائِغُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، **عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا رَزِينٍ، إِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ بِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ،**

---

২৫. মুসনাদে ইবনে জা'দ, হাদিস নং ৩৪৩১; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১১ পৃ:; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, হাদিস নং ১২৪৫; ইমাম ছিয়তী: ফাতহুল কবীর, হাদিস নং ৬১৫৩

২৬. ইমাম তাবারানী: আদ-দোয়া, হাদিস নং ১৮৫২; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৮১৮; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ১৮১; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃ:

-"হযরত আবী রাজিন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন, হে আবু রাজিন! যখন তুমি গত হয়ে যাবে তখনও যেন তোমার জিহ্বা আল্লাহর জিকিরে নড়তে থাকে।"[২৭]

ইমাম তাবারানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটি এভাবে হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে উল্লেখ করেছেন,

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي رَزِينٍ: يَا أَبَا رَزِينٍ إِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ بِذِكْرِ اللهِ،

-"হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) আবু রাজিন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেছেন, যখন তুমি গত হয়ে যাবে তখনও যেন তোমার জিহবা আল্লাহর জিকিরে নড়তে থাকে।" (ইমাম তাবারানী: মুসনাদে শামেঈন, হাদিস নং ২৩২৫)

ইমাম আবু বকর বায়হাক্বী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আরেকটি সূত্রে হাদিসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন,

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: أنا الْعَبَّاسُ بْنُ مَزِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أنا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، **عَنْ أَبِي رَزِينٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:... عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ أَهْلِ الذِّكْرِ، وَإِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللهِ،**

-"হযরত আবু রাজিন (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় তিনি বলেন তাকে রাসূলে পাক (ﷺ) কে বলেছেন, আহলে জিকিরদের মজলিসে বসা তোমার জন্য আবশ্যক। যখন তুমি গত হয়ে যাবে তখনও যেন তোমার জিহবা আল্লাহর জিকিরে নড়তে থাকে।"[২৮] এ ব্যাপারে আরেক হাদিসে আছে,

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: طُوبَى لِمَنْ مَاتَ وَلِسَانُهُ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللهِ

---

২৭. ইমাম আবু বকর বাজ্জার, ওফাত ৩৫৪ হি: কিতাবুল ফাওয়াইদ, হাদিস নং ১১০১; ইমাম আবু নুয়াইম: হিলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, ৩৬৬ পৃ:

২৮. ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৮৬০৮; তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৮ পৃ:; সূরা ইউনূছের ৬২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়

-"আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তির জন্য সু-সংবাদ যে মারা গেল অথচ তার জিহ্বা আল্লাহর জিকিরে তাজা হয়ে রইল।"[২৯]

উল্লেখিত হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিকিরের মধ্যে এক প্রকার জিকির হচ্ছে শুধু মাত্র জিহ্বা যোগে জিকির করা। এই হাদিস সমূহে ঠোট নাড়ানোর ব্যাপারে কোন কিছু উল্লেখ নেই। সুতরাং ঠোট বন্ধ করে শুধু মাত্র জিহ্বা যোগে আল্লাহ তা'আলার জিকির করাই এই স্তরের অন্তর্ভূক্ত।

তৃতীয় প্রকার জিকির

তৃতীয় প্রকার জিকির প্রসঙ্গে আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

وثالثها الذكر بالقلب والروح والنفس وغيرها

-"তৃতীয় প্রকার জিকির হচ্ছে: ক্বাল্ব, রুহ, নাফ্ছ ও অন্যান্য লতিফা দ্বারা জিকির করা।" (তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খণ্ড, ৩৮৬ পৃ: সূরা আরাফের ৫৫ নং আয়াতের তাফছিরে)

তাছাউফ পন্থিদের একটি বিশেষ জিকির হচ্ছে জিক্‌রে ক্বাল্বি বা খফি জিকির। অর্থাৎ, যে জিকির ক্বাল্বে ধ্যাণ করে ঠোট ও জিহ্বা নাড়ানো ব্যতীত নিশ্বাসের সাথে করা হয়, ঐ জিকিরকে 'জিকিরে ক্বাল্বি বা খফি জিকির' বলা হয়। এই ধরণের জিকির প্রসঙ্গে আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে আরো উল্লেখ করেন,

الذي لا مدخل فيه للسان وهو الذكر الخفي الذي لا يسمعه الحفظة

-"যে জিকিরে জিহ্বার কোন ভূমিকা নেই সেই জিকিরকে 'খফি জিকির' বলে। যা আমলনামার ফেরেস্তারাও শুনেনা।" (তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খণ্ড, ৩৮৬ পৃ:)

সুতরাং ঠোট ও জিহ্বা নাড়ানো ব্যতীত জিকিরে ক্বাল্বি বা খফি জিকির করা হয়। শরিয়তের ভাষায় পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ'র কোন বিষয় নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ করা বা চিন্তা করা এই জিকিরের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গভীর ধ্যান করাও খফি জিকিরের অন্তর্ভূক্ত। এ ধরণের জিকির সম্পর্কে বিশ্ব বিখ্যাত মুফাচ্ছির আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন:

---

২৯. তাফছিরে কবীর শরীফ, ১ম খণ্ড, ২০৪ পৃ:; তাফছিরে নিছাপুরী, ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃ:;

ذكر الله واشارة الى ثلاث مراتب. أولاها الذكر باللسان وثانيتها التفكر بالقلب. وثالثتها المعرفة بالروح لان ذكر اللسان يوصل صاحبه الى ذكر القلب فهو التفكر فى قدرة الله وذكر القلب يوصل الى مقام الروح

-"আল্লাহর জিকির ৩ ধরণে ইশারা করা হয়। প্রথমত: শুধু জিহ্বা যোগে, দ্বিতীয়ত: ক্বাল্বের প্রতি ধ্যাণ করে। তৃতীয়ত: রুহের পরিচয়ের মাধ্যমে। কেননা জিহ্বা যোগে জিকির করলে ছালেককে ক্বাল্বি জিকিরের স্তরে পৌঁছে দেয়। ফলে সে আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। ক্বাল্বি জিকির ছালেক কে রুহের মাকামের পৌছে দেয়।" (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃ:)।

এখানেও ক্বাল্বের প্রতি ধ্যাণ করে জিকির করার কথা উল্লেখ রয়েছে। এমনকি বলা হয়েছে, ক্বাল্বের প্রতি ধ্যাণ করে জিকির করলে ছালেক আল্লাহর সকল বস্তুর হাকিকত সম্পর্কে জানতে পারবে। যেমন উল্লেখ আছে,

وذكر القلب يوصل الى مقام الروح فيعرف فى ذلك حقائق الأشياء

-"জিকিরে ক্বাল্বি ছালিককে মাকামে রুহে পৌছে দেয়, ফলে সে আল্লাহর যাবতীয় বস্তুর হাকিকত জানতে পারে।" (তাফছিরে রুহুল বয়ান, ২য় খণ্ড, ১৭১ পৃ:)।

সুতরাং ক্বাল্বের প্রতি ধ্যাণ করে যে জিকির করা হয়, ঐ জিকিরকে জিক্‌রে ক্বাল্বী বা 'খফি জিকির' বলা হয়। খফি জিকির সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

-"তোমরা তোমাদের রবকে বিনীতভাবে ও ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ডাক, নিশ্চয় তিনি সীমালঙ্গনকারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আরাফ: ৫৫ নং আয়াত)

আর পবিত্র হাদিস শরীফে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) 'খফি জিকির' প্রসঙ্গে বলেছেন,

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لَبِيبَةَ، **أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ خَيْرَ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ،**

-"হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলে পাক (ﷺ) কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, সর্বোত্তম জিকির হচ্ছে 'খফি জিকির'।"[৩০]

হাদিসটি আরেকজন সাহাবী থেকে ভিন্ন আরেকটি সূত্রে বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ، **عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ،**

-"হযরত সাদ ইবনে মালেক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) নবী করিম (ﷺ) থেকে বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) বলেছেন, সর্বোত্তম জিকির হল খফি জিকির।"[৩১]

এই হাদিস সম্পূর্ণ ছহীহ্ এবং স্পষ্ট প্রমাণিত হয় আল্লাহর নবী (ﷺ) বলেছেন, 'খফি জিকির' হচ্ছে সর্বোত্তম জিকির। আর তাফছিরে মাজহারী থেকে আমরা পূর্বেই জেনেছি, যে জিকির ঠোঁট ও জিহ্বা নাড়ানো ব্যতীত করা হয় ঐ জিকিরকে 'খফি জিকির' বলা হয়। **মুহাক্কিক উলামাদের কোরআন-সুন্নাহ'র গভীর গবেষনা-তাহকিক ও সৃষ্টি নিয়ে তাফাক্কুর করা জিকরে খফির অন্তর্ভূক্ত।** এ ধরণের জিকির প্রসঙ্গে হাদিস শরীফে আরো উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، **عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:... وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَضِّلُ الذِّكْرَ الْخَفِيَّ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا.**

-"হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর নবী 'খফি জিকির' প্রসঙ্গে বলেছেন, এই জিকির আমল নামার ফিরিশতারাও শুনেনা। এটির সাওয়াব অন্য জিকিরের চেয়ে ৭০ গুণ বেশী।"[৩২]

---

৩০. মুসনাদে শাশী: হাদিস নং ১৮৩; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৮০৯; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃ:; তাফছিরে রুহুল মাআনী, ১৬তম খণ্ড, ৬৬৯ পৃ:; ফতোয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড, ৪৩৪ পৃ:; তাফছিরে মাজহারী, ৯ম খণ্ড, ২৯৯ পৃ:

৩১. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৫৫৯; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, হাদিস নং ৫৪৮; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ২৯৬৬৩

৩২. মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৪৭৩৮; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াঈবুল ঈমান, ১ম খণ্ড, ৩৫১ পৃ: হাদিস নং ৫৫১; ইমাম হিন্দী: কানজুল উম্মাল, ১ম খণ্ড, ২২৭ পৃ:; ইমাম হায়ছামী: মজমুয়ায়ে জাওয়াইদ, ১০ম খণ্ড, ৮১ পৃ:; ইমাম ছিয়তী: জামেউছ ছাগীর, ২য় জি: ২৬৫ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী:

হাদিসটিকে হাফিজ ইরাকী, আল্লামা তাহের পাটনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটিকে **ضَعِيف** যঈফ বলেছেন, তবে হাদিসটি মওজু নয়। আর সকলেই অবগত আছেন ফাজায়েলের ক্ষেত্রে এরুপ হাদিসই যথেষ্ট। যেমন ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন,

وَالضَّعِيفُ يُعْمَلُ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ اتِّفَاقًا

-"সকল ওলামাগণ এই বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, যঈফ সনদের হাদিসের উপরে আমল করা মুস্তাহাব।"[৩৩] এ বিষয়ে হাদিসটি ভিন্নভাবে উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، **عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:..... وَجَاءَتِ الْحَفَظَةُ بِمَا حَفَظُوا وَكَتَبُوا. قَالَ اللهُ لَهُمُ: انْظُرُوا. هَلْ بَقِيَ لَهُ مِنْ شَيْءٍ؟ فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا مَا تَرَكْنَا شَيْئًا مِمَّا عَلِمْنَاهُ وَحَفِظْنَاهُ إِلَّا وَقَدْ أَحْصَيْنَاهُ وَكَتَبْنَاهُ. فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ: إِنَّ لَكَ عِنْدِي خَبْئًا لَا تَعْلَمُهُ وَأَنَا أَجْزِيكَ بِهِ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْخَفِيُّ**

-"হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন,..... হাশরের ময়দানে ফিরিশতারা যা যা আমল সংরক্ষণ করেছেন এগুলো নিয়ে আসবে। আমল নামা দেওয়ার পরে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আরোও কোন নেকী বাকী আছে কি? ফিরিশতারা আশ্চর্য হয়ে বলবে: ওহে রব! আমরা যা যা শুনেছি সবই সংরক্ষণ করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বিশাল বড় সাওয়াবের পাহাড় দেখিয়ে বলবেন, এগুলোও আমার বান্দার নেকী যা তোমরা জাননা। তোমরা যেন রাখ! ইহা হচ্ছে 'খফি জিকির'।"[৩৪]

ক্বাল্বী জিকির তথা খফি জিকির সম্পর্কে দেওবন্দের রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব বলেন, "ছালেক যখন ক্বাল্বী জিকিরের ক্ষেত্রে নিমগ্নতার স্তরে পৌঁছে যায়, তখন

মেরকাত শরহে মেশকাত, ৪৫৬ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়; ইমাম ইবনে শাহিন: আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, হাদিস নং ১৩৬৫;

৩৩. মোল্লা আলী ক্বারী: আসরারুল মারফূআহ ফি আখবারিল মাওদ্বুআত, ৩১৫ পৃ. হাদিস নং ৪৩৪

৩৪. মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ৪৭৩৮; মুসনাদে আবু আওয়ানা; তাফছিরে মাজহারী, ৩য় খণ্ড, ৩৮৭ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী: মেরকাত শরহে মেশকাত, ২২৬১ নং হাদিসের ব্যাখ্যায়

শায়েখ জবানী জিকির ছাড়িয়ে তাকে ক্বাল্বী জিকিরের তথা আল্লাহর ধ্যানে মশগুল করে দেন।" (ইমদাদুছ ছুলুক, ৬৬ পৃঃ)।

দলিলঃ তাফছিরে মারেফুল কোরআনের লেখক আল্লামা মুফতি শফি সাহেব বলেন, অধম হযরত থানভীর কাছ থেকে অপর এক মজলিসে শুনেছি যে, জিকিরে ক্বাল্বীর এটিও একটি প্রকার যে, আল্লাহ পাকের কোন নাম তার শব্দ সহকারে মনে মনে খেয়াল করে আদায় করতে থাকবে, তবে মুখ নাড়া-চাড়া করবে না।" (মাজালিছে হাকিমুল উম্মত, ৩৭১ পৃঃ)।

সুতরাং বিষয়টি স্পষ্ট যে, জিহ্বা ও ঠোট নাড়ানো ছাড়াই ধমে ধমে ক্বাল্বে ধ্যাণ করে আল্লাহ তা'আলার জিকির করার নাম 'খফি জিকির'। আর এ ধরণের জিকিরের অর্থ বা আওয়াজ আমল নামার ফিরিশতাদের আওতায়ও থাকেনা এবং এর সাওয়াব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজের কুদরতী হাঁতে দান করবেন (সুবহানাল্লাহ)। আর এ ধরণের জিকিরকে আল্লাহর নবী (ﷺ) সর্বোত্তম জিকির বলেছেন।

দাঁড়িয়ে জিকির করা প্রসঙ্গে

দাঁড়িয়ে জিকির করা সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। ফোকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে মুহাব্বতের জোসের কারণে দাঁড়িয়ে আল্লাহর জিকির করা জায়িয। আর্থাৎ জিকির করতে করতে ইশ্‌কের কারণে দাঁড়িয়ে জিকির করাতে কোন দোষের কিছু নেই। তবে সীমালঙ্গনকারীকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না। দাঁড়িয়ে জিকির করা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেঃ-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ

-"তাঁরাই তত্ত্বজ্ঞানী যারা দাঁড়িয়ে বসে ও শুয়ে আল্লাহর জিকির করেন।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৯১ নং আয়াত)। এ বিষয়ে অপর আয়াতে উল্লেখ আছে,

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ

-"যখন তোমরা নামায সম্পন্ন করবে তৎপর দাঁড়ানো, বসা ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহর জিকির করবে।" (সূরা নিছাঃ ১০৩ নং আয়াত)।

উল্লেখিত আয়াতদ্বয় দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দাড়ানো, বসা ও শুয়া অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার জিকির করা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অনুমোদিত ও নির্দেশিত। তাই দাঁড়িয়ে জিকির করাকে এনকার বা তিরস্কার করা মূলত পবিত্র কোরআনের তিরস্কার বা বিরোধিতা করার নামান্তর। যেহেতু পবিত্র কোরআনে সরাসরি দাঁড়িয়ে জিকিরের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে সেহেতু এ বিষয় প্রমাণের জন্য হাদিসের দলিল প্রয়োজন মনে করছি না। কারণ কিতাবুল্লাহ দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত হলে আর কোন দলিলের প্রয়োজন হয় না। যারা আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল থাকবে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর বক্তব্য হচ্ছে:-

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

-"সর্বনাশ সেই সব লোকের জন্য, যাদের ক্বাল্ব আল্লাহর জিকির হতে গাফেল হয়ে গেছে। আর তারা চরম পথভ্রষ্টার মধ্যে রয়েছে।" (সূরা জুমার: ২২ নং আয়াত)। তাই যারা আল্লাহর জিকির থেকে গাফিল রয়েছে তারা অবশ্যই পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে। আর যারা আল্লাহর জিকির থেকে বাধা দেয় তারাতো আরো গোমরাহীর মধ্যে রয়েছে। সুতরাং ক্বাল্বে জিকির জারি রাখাই মুমিনের কাজ।

কোরআনের আলোকে ইসলামী সঙ্গীত বা ছামা

পবিত্র কোরআনেরও ইসলামী সঙ্গীত/শের বা ছামা বলার কথা উল্লেখ রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا

-"তবে তারা ভিন্ন যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।" (সূরা শুআরা: ২২৭ নং আয়াত)

এই আয়াতে **وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا** (আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্বরণ করে) এর তাফছির প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর আত-তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে উল্লেখ করেন,

حَدَّثَنِي عَلِيٌّ، قَالَ: ثنا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ: ثني مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا [الشعراء: 227] فِي كَلَامِهِمْ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ ذَلِكَ فِي شِعْرِهِمْ.

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, 'আর যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে ও প্রচুর পরিমানে আল্লাহর জিকির করে' অর্থাৎ তাদের কালাম বা কাসিদা দ্বারা। অন্যান্যরা বলেন, তাদের শের বা ইসলামী সঙ্গীত দ্বারা আল্লাহর জিকির করে।" (তাফছিরে তাবারী, ১৭তম খণ্ড, ৬৮০ পৃ: উক্ত আয়াতের তাফছিরে)

ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে আরো বলেন,

حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: **قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا** [الشعراء: 227] **قَالَ: ذَكَرُوا اللهَ فِي شِعْرِهِمْ**

-"ইবনে জায়েদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) 'প্রচুর পরিমানে আল্লাহর জিকির কর' এর ব্যাখ্যায় বলেন, তারা যেন শের বা ইসলামী সঙ্গীতের মাধ্যমে আল্লাহর জিকির করে।" (তাফছিরে তাবারী, ১৭তম খণ্ড, ৬৮০ পৃ:)

এ বিষয়ে হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে কাছির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাফছির করতে গিয়ে বলেন,

قَالَ تَعَالَى: {إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا} قِيلَ: مَعْنَاهُ: ذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا فِي كَلَامِهِمْ. وَقِيلَ: فِي شِعْرِهِمْ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ مُكَفِّر لِمَا سَبَقَ.

-"যারা শের বা গজল ও বিশুদ্ধ কালাম দ্বারা আল্লাহর জিকির করে তারা নিন্দিত নয় এবং এর দ্বারা তাদের পূর্বের সকল গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। দুইটি কথাই ছহীহ্।" (তাফছিরে ইবনে কাছির, ৩য় খণ্ড, ৪৩৬ পৃ:)।

অতএব, ইসলামী কালাম বা কাছিদা ও শের বা ইসলামী সংগীত পাঠের মাধ্যমেও আল্লাহর জিকির করা যায় এবং এর দ্বারা অতীতের সকল গোনাহ মাফ হয়।

হাদিসের দৃষ্টিতে ছামা বা গজল

ছামা অথবা গজল হচ্ছে পদ্যের ভাষায় ছন্দে ছন্দে ও সুরেলা কণ্ঠে ইসলামের কথা গুলো প্রকাশ করা। অথবা কোরআন ও সুন্নাহ'র কথা লোকজনের কাছে

ছন্দে ছন্দে সুরেলা কণ্ঠে প্রকাশ করা। ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে জানা যায়, রাসূলে পাক (ﷺ) এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ও ছোট ছোট বালক-বালিকারা পদ্যের ভাষায় বিভিন্ন কীর্তিগাঁথা বা ইসলামী সঙ্গীত গেয়েছেন। সাহাবীগণের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) মধ্যে অন্যতম ছিলেন হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। হাদিস শরীফ থেকে জানা যায়,

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، وَهِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، **عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ لِحَسَّانَ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُومُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

-"হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হযরত হাচ্ছান ইবনে ছাবেত (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর স্থাপন করেন। যেন তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর পক্ষে (কবিতা বা ইসলামী সংগীতের মাধ্যমে) ফখর করতে পারেন।"[৩৫]

ইমাম হাকেম (রাঃ) ও ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটিকে **صحيح** ছহীহ্ বলেছেন। ইমাম তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হাদিসটিকে **صحيح** ছহীহ্ বলেছেন। এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে কবিতা বা শেরের ভাষায় ইসলামের পক্ষে কথা বলতেন। ফলে আল্লাহর নবী (ﷺ) তাঁর জন্য এভাবে দোয়া করেছিলেন:

إِنَّ اللهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ -"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা হযরত হাস্‌সান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে 'রুহুল কুদুস' তথা জিবরাঈল (ع ل يه ال سلام) দ্বারা সাহায্য করবেন।"[৩৬]

---

৩৫. মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৬০৫৮; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ২৪৪৩৭; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৮৪৬

৩৬. ছহীহ্ বুখারী; আবু দাউদ শরীফ, হাদিস নং ৫০১৫; তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৮৪৬; মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭২ পৃ:; মুয়াত্তা মালেক; মেশকাত শরীফ, ৪১০ পৃ:; আল মুস্তাদরাক, হাদিস নং ৬০৫৮; মেরকাত শরহে মেশকাত, ৯ম খণ্ড, ৪৮ পৃ:; এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন, ২য় খণ্ড, ৩৪৭ পৃ:

ইমাম তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, **هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ** - "এই হাদিস হাছান-ছহীহ্।" ইমাম হাকেম নিছাপুরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ -"এর সনদ ছহীহ্।" এ বিষয়ে অপর হাদিসে উল্লেখ আছে,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، **عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي عُرْسٍ لَهُنَّ وَهُنَّ يُغَنِّينَ** -"হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) একদা আনছার মহিলাদের বিবাহ অনুষ্ঠানের কাছ দিয়ে অতিক্রম কালে দেখেন, তারা (ভাল) গান গাইছেন।"[৩৭] এ সম্পর্কে আরেকটি সুন্দর হাদিস লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْأَجْلَحُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، **عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَهْدَيْتُمُ الْفَتَاةَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي ، قَالَتْ: لَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ**

-"হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, একদা হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর এক আত্মীয়ের বিবাহ দিচ্ছিলেন। তখনই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এসে বললেন, মেয়েটিকে তোমরা কি স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, তোমরা তার সাথে এমন কাউকে পাঠিয়েছ যে গান (ইসলামী সঙ্গীত) গাইতে পারে? তাঁরা বললেন, না। প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, আনছার সম্প্রদায় গানের ভক্ত, তাই তোমরা যদি তার সাথে এমন কাউকে পাঠাতে যে গানের মাধ্যমে দ্বীনের কথা

৩৭. ইমাম তাবারানী: মুজামুছ ছাগীর, ১ম জি: ১৪৪ পৃষ্টা হাদিস নং ৩৪৩; এবং তাঁর আওছাত গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ৩১৫ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানে ছগীর, হাদিস নং ২৫৯৭) সনদ ছহীহ্।

গুলো বলতেন।"[৩৮] হাদিসটি হযরত জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও বর্ণিত আছে,

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَجْلَحَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، **عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ: أَهَدَيْتُمُ الْجَارِيَةَ إِلَى بَيْتِهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلَّا بَعَثْتُمْ مَعَهُمْ مَنْ يُغَنِّيهِمْ يَقُولُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّاكُمْ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ**

-"হযরত জাবের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে বললেন, মেয়েটিকে তোমরা কি স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, তোমরা তার সাথে এমন কাউকে পাঠিয়েছ যে গান (ইসলামী সঙ্গীত) গাইতে পারে? তাঁরা বললেন, না। প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, আনছার সম্প্রদায় গানের ভক্ত, তাই তোমরা যদি তার সাথে এমন কাউকে পাঠাতে যে গানের মাধ্যমে দ্বীনের কথা গুলো বলতেন।"[৩৯]

এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, গানের মাধ্যমে ইসলামের কথা প্রকাশ করা স্বয়ং রাসূলে করিম (ﷺ) এর একান্ত ইচ্ছা ছিল। সুতরাং গানের মাধ্যমে দ্বীনের কথা বলা বিদ'য়াত নয়, বরং রাসূল (ﷺ) এর অনুমোদিত সুন্নাত। এ সম্পর্কে আরেকটি ছহীহ্ রেওয়ায়েত দেখুন:-

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، **عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِبَعْضِ الْمَدِينَةِ، فَإِذَا هُوَ بِجَوَارٍ يَضْرِبْنَ بِدُفِّهِنَّ، وَيَتَغَنَّيْنَ،**

-"হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, নবী করিম (ﷺ) একদা মদিনার পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, কয়েকজন বালিকা দফ বাজিয়ে গান (ইসলামী সঙ্গীত) গেয়ে যাচ্ছে।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৩৮ পৃ: হাদিস নং ১৮৯৯) ইহার সনদ ছহীহ্। এ বিষয়ে আরেকটি হাদিস উল্লেখ করা যায়-

---

৩৮. সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৩৮ পৃ:; হাদিস নং ১৯০০; ইমাম ত্বাহাবী: শারহু মুশকিলিল আছার, হাদিস নং ৩৩২১

৩৯. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৫২০৯; ইমাম বায়হাক্বী: আস-সুনানুল কোবরা, হাদিস নং ১৪৬৯১

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ البَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، **عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ قَالَتْ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ غَدَاةَ بُنِيَ بِي، فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي، كَمَجْلِسِكَ مِنِّي، وَجُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِدُفُوفِهِنَّ، وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ،**

-"হযরত রুবাই বিনতে মুয়াইজ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, রাসূলে পাক (ﷺ) আমার বাসর রাতের পরের দিন ভোরে আমাদের ঘরে আসলেন এবং তুমি (খালেদ ইবনে জাকওয়ান) আমার যতটুকু কাছে ঠিক ততটুকু কাছে বসলেন। বালিকারা তখন দফ বাজাচ্ছিল এবং আমাদের বাপ-দাদা যারা বদর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল তাঁদের প্রশংসা গাঁথা গাইছি।"[৪০] এ বিষয়ে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদিস উল্লেখ করা যায়,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، **عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ أَلاَ تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالقَوْمِ يَقُولُ:...**

-"হযরত সালামা ইবনে আকুয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, খায়বারের অভিযানে আমরা রাসূল (ﷺ) এর সাথে ছিলাম। আমরা রাতের বেলায় পথ চলছিলাম। কোন এক ব্যক্তি 'আমর ইবনে আকুয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)' কে বললেন, তুমি আমাদের কবিতা ও রণ-সঙ্গীত শুনাচ্ছনা কেন? আমের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন কবি। অতঃপর তিনি সওয়ারী থেকে নেমে সবার সাথে সুরেলা কণ্ঠে গান গাইতে শুরু করলেন।"[৪১]

---

৪০. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৫১৪৭; তিরমিজি শরীফ, ১ম জি: ২০৭ পৃ: হাদিস নং ১০৯০; সুনানে আবী দাউদ,, হাদিস নং ৪৯২২; সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৩৮ পৃ:; ইমাম বায়হাক্বী: আস-সুনানুল কোবরা, হাদিস নং ১৪৬৮৮; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫৮৭৮; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ৬৯৮

৪১. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৪১৯৬, ৬১৪৮; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৬৫১১; ইমাম বায়হাক্বী: আস-সুনানুল কোবরা, হাদিস নং ২১০৩৪; ইমাম তাবারানী: মুজামুল কবীর, হাদিস নং ৬২৯৪; ইমাম বাগভী: শরহে সুন্নাহ, بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

শোহাদায়ে কেরামের শানে প্রশংসা গাঁথা উত্তম সূরে ও রণসঙ্গিত বলা তথা ভাল গান গাওয়া স্বয়ং রাসূলে পাক (ﷺ) এর সম্মতি ও সাহাবায়ে কেরামের সুন্নাত। এমনকি জান্নাতের মধ্যেও সুরেলা কণ্ঠে গান বা গজল থাকবেন। ফেরেস্তরা কিংবা হুর-গেলমান এসব গান উত্তম সুরে গাইবেন। যেমন নিচের দলিল গুলো লক্ষ্য করুন:-

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، **عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَمُجْتَمَعًا لِلْحُورِ العِينِ يُرَفِّعْنَ بِأَصْوَاتٍ لَمْ يَسْمَعِ الخَلاَئِقُ مِثْلَهَا،**

-"হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে করিম (ﷺ) বলেছেন, জান্নাতে হুরগণ মাঝে মাঝে একত্রিত হয়ে সুরেলা কণ্ঠে গান গাইবেন, যা কোন সৃষ্টির কান শুনেনি।"[৪২] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত আছে,

حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ وَثِيمَةَ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، **عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُغَنِّينَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ سَمِعَهَا أَحَدٌ قَطُّ.**

-"হযরত ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেছেন, নিশ্চয় জান্নাতে রমনীগণ তাদের স্বামীর সামনে অতীব উত্তম সুরে গান গাইবে, যা কেউ কোনদিন শুনেনি।"[৪৩] এ বিষয়ে আরেকটি রেওয়ায়েত আছে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ لِأَنَسٍ **عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْحُورَ يُغَنِّينَ فِي الْجَنَّةِ:**

---

৪২. তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ২৫৬৪; ইমাম আবু নুয়াইম: ছিফাতুল জান্নাত, হাদিস নং ৪১৮; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৭ পৃ: সূরা ওয়াকেয়া এর ২৭-৪০ নং আয়াতের তাফছিরে; মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ, হাদিস নং ৩৩৯৭১

৪৩. ইমাম তাবারানী: মুজামুল ছাগীর, ২য় জি: ২৭০ পৃ: হাদিস নং ৭৩৪; ইমাম তাবারানী: মুজামুল আওছাত, ৩য় খণ্ড, ৩৯১ পৃ: হাদিস নং ৪৯১৭; ইমাম আবু নুয়াইম: ছিফাতুল জান্নাত, হাদিস নং ৩২২

-"হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলে পাক (ﷺ) বলেন, জান্নাতী হুরগণ তাদের স্বামীর সামনে উত্তম সুরে গান গাইবে।"[৪৪]

উল্লেখিত রেওয়ায়েতগুলো লক্ষ্য করলে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, ভাল ও সুন্দর ইসলামী গান স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব (ﷺ) কর্তৃক অনুমোদিত এবং ইহা রাসূলে পাক (ﷺ)-এর জামানায় প্রচলিত ছিল। কারণ জান্নাতে যে কাজটি স্বয়ং আল্লাহ পাক চালু রাখবেন সে কাজ কখনো নিকৃষ্ট হতে পারে না।

হিজরী ১১শ শতাব্দির অন্যতম মুজাদ্দিদ আল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মোহাদ্দেছ দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ৫ম শতাব্দির মুজাদ্দিদ হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে যে সকল সাহাবী ও তাবেঈগণের ছামা শুনার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো:-

- ⇨ হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু),
- ⇨ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু),
- ⇨ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু),
- ⇨ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু),
- ⇨ হযরত মুগিরা ইবনে শু'বা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু),
- ⇨ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু),
- ⇨ হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইব (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- ⇨ সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু),
- ⇨ হযরত সাঈদ ইবনে যুবাইর (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- ⇨ ইব্রাহিম ইবনে সাদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) প্রমূখ,

ইমামে আজম আবু হানিফা (رحمة الله) এর দৃষ্টিতে ছামা

'তাজকিরা' নামক গ্রন্থে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে, জনগণ ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম সুফিয়ান সাওরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে ছামার মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়েই বললেন, এটি ছগীরা কিংবা

৪৪. ইমাম আবু নুয়াইম: ছিফাতুল জান্নাত, হাদিস নং ৪৩২; তাফছিরে ইবনে কাছির, ৪র্থ খণ্ড, ৩৪৭ পৃ:

কবীরা গোনাহ্ কোনটাই নয়। বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি)-এর এক প্রতিবেশী প্রতিদিন গভীর রাতে ঘুম হতে উঠে 'ছামা' করত। ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) মনযোগ সহকারে ইহা শ্রবণ করতেন। এক রাতে 'ছামার' শব্দ না পেয়ে খবর নিয়ে জানতে পারলেন পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) মাথায় পাগড়ি বাধলেন এবং শহরের শাসনকর্তার নিকট গিয়ে তার প্রতিবেশীকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য শুপারিশ করলেন। শাসনকর্তা বন্দির নাম জিজ্ঞাসা করলে ইমাম সাহেব (রাঃ) বললেন, তার নাম 'উমর'। শাসনকর্তা তখন এই নামের সকল বন্দীদের মুক্তি করে দেওয়ার আদেশ দেন। অতঃপর ইমাম সাহেব লোকটিকে বললেন, রাতে তুমি যা করতে তা তুমি করো।" (মাদারেজুন নবুয়াত, ২য় খণ্ড, ২৪৫ পৃ:)।

ইমাম মালেক (رحمة الله) এর দৃষ্টিতে ছামা

ইমাম মালেক (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) কে ছামা সম্পর্কে জিজ্ঞাস করা হলে তিনি বলেন, আমার শহরে (মদিনায়) উলামায়ে কেরামকে এর বিরুধিতা করতে দেখিনি, তাঁরা ছামার আসরে অংশগ্রহণ করতেন। ছামাকে তারাই অস্বীকার করে যারা অজ্ঞ, অন্ধ, যাদের স্বভাব মৃত। ইমাম গাজ্জালী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এরূপ লিখেছেন। (মাদারেজুন নবুয়াত, ২য় খণ্ড, ২৪৫ পৃ:)

শাফেয়ী মাযহাবের দৃষ্টিতে ছামা

ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর মাজহাবে ছামা হারাম নয় বলে ইমাম গাজ্জালী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেছেন। আমিও ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এর কিতাব সমূহ খুঁজেছি, তিনি ছামা নিষিদ্ধ করেছেন এরূপ কোথাও দেখিনি। উস্তাদ আবুল মনছুর বাগদাদী শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, ইমাম শাফেয়ীর মাযহাবে ছামা মুবাহ বলে উল্লেখ রয়েছে। (ইমাম গাজ্জালী: এহইয়াউল উলুমুদ্দিন; মারারেজুন নবুয়াত, ২য় খণ্ড, ২৪৫ পৃ:)।

হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা ইমাম গাজ্জালী শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

وأما الشافعي رضي الله عنه فليس تحريم الغناء من مذهبه أصلاً

-"মূলত শাফেয়ী মাযহাবে মধ্যে ছামা মূলত নিষিদ্ধ নয়।" (এহইয়াই উলুমুদ্দিন, ২য় খণ্ড, ৩৫৮ পৃঃ)।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (الله رحمة) এর দৃষ্টিতে ছামা

হযরত আবুল আব্বাস ফারগানী (الله رحمة) বলেন, ইমাম আহমদ (الله رحمة) এর পুত্র 'ছালিহ্' এর নিকট আমি শুনেছি যে, তিনি বলেন, আমি ছামা পছন্দ করতাম কিন্তু আমার পিতা ছামা পছন্দ করতেন না। সু-কণ্ঠী গায়ক 'ইবনে হানাদার' নিকট থেকে কথা আদায় করলাম যে, এক রাতে সে আমার কাছে এসে আমাকে ছামা শুনাইবে। পিতা ঘুমিয়ে পরা নিশ্চিত হয়ে আমি ইবনে হানাদারকে ছামা শুরু করতে বললাম। ছাদের উপর পায়চারির শব্দ শুনে উকি দিয়ে দেখি আমার পিতা চাদর গায়ে জড়িয়ে পায়চারি করতেছেন এবং ছামা শুনছেন। তাঁকে আবেগাপ্লুত মনে হয়েছিল। (মাদারেজুন নবুয়াত, ২য় খণ্ড, ২৪৬ পৃঃ)

হযরত জুনাইদ বোগদাদী (الله رحمة)'র বক্তব্য

হযরত জুনাইদ বোগদাদী (الله رحمة) বলেন, সূফিদের উপর ৩ সময় আল্লাহর খাছ রহমত নাজিল হয়। প্রথমতঃ আহারের সময় তাঁরা আহার করেনা, এজন্যে তাঁদের ক্ষুধার্থ থাকার সময়। দ্বিতীয়তঃ পারস্পরিক আলোচনার সময়, কেননা তাঁরা আলাপে নবী ও সিদ্দিকগণের প্রতিনিধিত্ব করেন। তৃতীয়ঃ ছামার সময়ে। কেননা তাঁরা আবেগাপ্লুত তথা ওয়াজ্‌দ এর মধ্যে থেকে আল্লাহর প্রেমে বিভোর থাকেন। (মাদারেজুন নবুয়াত, ২য় খণ্ড, ২৪৭ পৃঃ)।

হিজরী ৫ম শতাব্দির মুজাদ্দিদ, হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় কিতাবে লিখেনঃ

ونقل أبو طالب المكي إباحة السماع من جماعة فقال سمع من الصحابة عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير والمغيرة بن شعبة ومعاوية وغيرهم وقال قد فعل ذلك كثير من السلف الصالح صحابي وتابعي بإحسان

-"ইমাম আবু তালেব মক্কী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) এক বিশাল জামাত থেকে ছামা জায়িয হওয়ার ব্যাপারে নকল করেছেন। তাঁরা বলেছেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), মুগিরা ইবনে শুবা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), মুয়াবিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) প্রমূখ থেকে ছামা শুনেছেন। তিনি আরো বলেন, অধিক সংখ্যক ছালফে-ছালেহীন সাহাবী ও তাবেঈগণ ছামাকে উত্তম জানতেন।" (ইমাম গাজ্জালী: এহইয়ায়ে উলুমুদ্দিন, ২য় খণ্ড, ৩৩৯ পৃ:)।

সংক্ষেপে যেসকল ইমামগণ 'ছামা' মুবাহ জানতেন তাঁদের তালিকা দেওয়া হলো:-

- ইমামে আজম আবু হানিফা (رحمة الله),
- ইমাম শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- ইমাম মালেক রব্বানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- ইমাম দাউদ তাঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- ইমাম আবূ ইউছুফ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- আল্লামা নাছিরুদ্দিন আবুল মুনীর ইস্কান্দারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- ইমাম ইবনে কুতাইবা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজ্জালী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি),
- আল্লামা আব্দুল হক্ব মুহাদ্দেস দেহলভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) প্রমুখ।

কোরআনে কি গান নিষেধ করেছে?

কেউ কেউ বলেন, পবিত্র কোরআনের সূরা লুকমানের ৬ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা গানকে নিষেধ করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ

-"এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে অবান্তর কথা বার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং ইহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।" (সূরা লোকমান, ৬ নং আয়াত)

এখানে **لَهْوَ الْحَدِيثِ** (লাহুয়াল হাদিস) অবান্তর কথা বার্তা তথা 'অসার বাক্য' দ্বারা সকল প্রকার গানকে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে। তাই কোন প্রকার গান জায়েয হবেনা।

তাদের প্রতিউত্তরে আমরা বলব, **لَهْوَ الْحَدِيثِ** (লাহুয়াল হাদিস) অবান্তর কথা বার্তা তথা 'আসার বাক্য' দ্বারা শরিয়ত বিরোধী গানকে অস্বীকৃতি জানানো হয়নি। কারণ ছাহেবে কোরআন ওয়া খুলুকে আজীম হযরত রাসূলে করিম (ﷺ) ভাল গানের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম ছন্দে ছন্দে ভাল ইসলামী গান গেয়েছেন ও সমর্থন করেছেন। ইতিপূর্বে আমি এ সম্পর্কে দালায়েল উল্লেখ করেছি।

আলোচ্য আয়াতে যেসকল গানকে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছে সেগুলো হল অশ্লীল গানবাদ্য। যেগুলো মহান আল্লাহ ধিক্কার জানিয়েছেন। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا -"আর (মুমিনরা) যখন কোন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।" (সূরা ফোরকান, ৭২)

এই আয়াতে যেসব অসার ক্রিয়াকর্মের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হল অশ্লীল গানবাদ্য। যেমন মহিউস সুন্নাহ ইমাম বাগভী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেন,

قَالَ الْحَسَنُ وَالْكَلْبِيُّ: اللَّغْوُ الْمَعَاصِي كُلُّهَا يَعْنِي إذا مروا بمجالس اللَّهْوِ وَالْبَاطِلِ مَرُّوا كِرَامًا

-"হযরত হাসান বছরী (রাঃ) ও হযরত কালবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, লাগউ হচ্ছে সকল প্রকার মন্দ কার্যসূহ। অর্থাৎ যখন কোন খেল তামাসা ও বাতিল কর্মকান্ডের মজলিশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।" (তাফছিরে বাগভী, ৩য় খণ্ড, ৪৫৯ পৃ:)

আল্লামা আবু জাফর ইবনে জারির আত-তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) উল্লেখ করেন, **الْمَعَاصِيَ كُلَّهَا** -"সকল প্রকার মন্দ কার্য।" (তাফছিরে তাবারী, ১৭ম খণ্ড, ৫২৫ পৃ:)

তাফছিরে জালালাইনে উল্লেখ আছে, **الْكَلَام الْقَبِيح وَغَيْره** -"মন্দ কালাম বা গান ও অন্যান্য মন্দ বিষয়াদী।" এই গান বলতে কোন গান বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে আল্লামা আবু জাফর ইবনে জারির আত তাবারী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আরো উল্লেখ করেন,

وَسَمَاعُ الْغِنَاءِ مِمَّا هُوَ مُسْتَقْبَحٌ فِي أَهْلِ الدِّينِ -"আহলে দ্বীনের কাছে অপছন্দনীয় ছামা গান সমূহ।" (তাফছিরে তাবারী, ১৭ম খণ্ড, ৫২৫ পৃ:)

এখানে সুস্পষ্টভাবে **هُوَ مُسْتَقْبَحٌ** ইহা অপছন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সকল মন্দ গান অপছন্দনীয়। তাই সূরা লোকমানের **لَهْوَ الْحَدِيثِ** (লাহুয়াল হাদিস) তথা 'অসার বাক্য' দ্বারা শরিয়ত বিরোধী সকল মন্দ গান শামিল হবে। কোন সু-রিপু জাগ্রতকারী শরিয়তসম্মত ছামা বা ইসলামী সঙ্গীত এর আওতায় পড়বে না।

সর্বোপরি **لَهْوَ الْحَدِيثِ** (লাহুয়াল হাদিস) তথা 'অসার বাক্য' এর তাফছির করতে গিয়ে আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপাথি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, যে গুলো **لَهْوَ الْحَدِيثِ** (লাহুয়াল হাদিস) তথা অসার বাক্য সে গুলোকে এই আয়াত দ্বারা হারাম বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, **وسماع الصوفية ليس منه**

-"তবে সূফিগণের 'ছামা' **لَهْوَ الْحَدِيثِ** তথা অসার বাক্যের অন্তর্ভূক্ত নয়।" (তাফছিরে মাজহারী, ৭ম খণ্ড, ২৪৯ পৃ: সূরা লুকমানের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)।

আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তদীয় তাফছিরে আরো বলেন,

فظهر ان المحرم من الغناء ما يدعوا الى الفسق ويشغل عن ذكر الله وما ليس كذلك فليس بحرام

-"হারাম সঙ্গীত বলতে বুঝায় তা, যা পাপাচারের প্রতি আসক্ত করে, আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে। অতএব, যা এরূপ নয়, তা হারাম নয়"। (তাফছিরে মাজহারী, ৭ম খণ্ড, ২৪৯ পৃ: সূরা লুকমানের ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যায়)।

এই আয়াতে **لَهْوَ الْحَدِيثِ** (লাহুয়াল হাদিস) সম্পর্কে কোন কোন মুফাচ্ছিরগণ মত্বলকান বলেছেন **هُوَ الْغِنَاءُ** -"ইহা গান।" তবে রইছুল মুফাচ্ছিরীন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

أخرج الْبَيْهَقِيّ فِي شعب الإيمان وَأخرج الْفرْيَابِيّ وَابْن جرير وَابْن مرْدَوَيْه **عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي قَوْله {وَمن النَّاس من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث} يَعْنِي بَاطِل الحَدِيث**

-"হযরত হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহ তা'আলার বাণী "মানুষের মধ্যে যারা অসার বাক্য সংগ্রহ করে" সম্পর্কে বলেন, অর্থাৎ বাতিল কথা।" (তাফছিরে দুররুল মানসুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫০৬ পৃ:)

এই **لَهْوَ الْحَدِيثِ** (লাহুয়াল হাদিস) সম্পর্কে প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত কাতাদা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ كُلُّ لَهْوٍ وَلَعِبٍ، لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، يعني يَفْعَلُهُ عَنْ جَهْلٍ

-"হযরত কাতাদা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, এটি হল সকল প্রকার মজা ও খেলা, যা ইলম না থাকার কারণে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে অর্থাৎ মূর্খতার কারণে এরুপ করা হয়।" (তাফছিরে বাগভী, ৩য় খণ্ড, ৫৮৬ পৃ:)

এই **لَهْوَ الْحَدِيثِ** (লাহুয়াল হাদিস) সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

قَالَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ الْجَزَرِيِّ **عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} قَالَ: الْغِنَاءُ وَكُلُّ لَعِبٍ لَهْوٌ**

-"হযরত মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আল্লাহর তা'আলার বাণী "মানুষের মধ্যে যারা অসার বাক্য সংগ্রহ করে" সম্পর্কে বলেন, মজা করার জন্য ও খেলার উদ্দেশ্যে সকল গান।"[৪৫]

এই আয়াতের **لَهْوَ الْحَدِيثِ** (লাহুয়াল হাদিস) সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আরো বলেছেন,

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، نا إِبْرَاهِيمُ، نا آدَمُ، نا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، **عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} قَالَ: هُوَ اشْتِرَاءُ الْمُغَنِّي وَالْمُغَنِّيَةَ بِالْمَالِ الْكَثِيرِ، وَالِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِمْ، وَإِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْبَاطِلِ**

-"হযরত মুজাহিদ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) হতে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর তা'আলার এই বাণী সম্পর্কে বলেন, যারা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে গায়ক ও গায়িকা ক্রয় করে ও তাদের কাছ থেকে গান শুনে অনুরুপ সকল বাতিল জিনিস ক্রয় করে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে।" (তাফছিরে মুজাহিদ, ১ম খণ্ড, ৫৪১ পৃ:)

এই **لَهْوَ الْحَدِيثِ** (লাহুয়াল হাদিস) সম্পর্কে প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত আত্বা খুরাসানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

وَأخرج ابْن أبي حَاتِم **عَن عَطاء الْخُرَاسَانِي رَضِي الله عَنهُ {وَمن النَّاس من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث} قَالَ: الْغناء وَالْبَاطِل**

-"হযরত আত্বা খুরাসানী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) আল্লাহর তা'আলার বাণী "মানুষের মধ্যে যারা অসার বাক্য সংগ্রহ করে" সম্পর্কে বলেন, বাতিল গান।" (তাফছিরে দুররুল মানসুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫০৫ পৃ:)

এই **لَهْوَ الْحَدِيثِ** (লাহুয়াল হাদিস) সম্পর্কে ফকিহ্ তাবেঈ হযরত ইব্রাহিম নাখঈ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

---

৪৫. তাফছিরে আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং ২২৮৭; তাফছিরে তাবারী, ১৮তম খণ্ড, ৫৩৭ পৃ:; তাফছিরে দুররুল মানসুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫০৫ পৃ:;

وَأخرج ابْن أبي الدُّنْيَا **عَن إِبْرَاهِيم رَضِي الله عَنهُ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: الْغناء ينْبت النِّفَاق فِي الْقلب**

-"হযরত ইব্রাহিম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, লোকেরা (সাহাবীরা) বলেছেন, সেই গান যার দ্বারা ক্বাল্বে নিফাকী তৈরী হয়।" (তাফছিরে দুররুল মানসুর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৫০৫ পৃ:)

বাতিল গান তথা কোরআন সুন্নাহ বিরোধী গান নিষিদ্ধ। তবে যেসব ইসলামী গান কোরআন সুন্নাহ বিরোধী নয় সেসব গান অবৈধ নয়। কেননা পবিত্র কোরআনে সুন্দর কালাম বা শের তথা ইসলামী সঙ্গীত গাওয়ার মাধ্যমে গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে। যেমন এ বিষয়ে হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইবনে কাছির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাফছির করতে গিয়ে বলেন,

قَالَ تَعَالَى: {إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا} قِيلَ: مَعْنَاهُ: ذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا فِي كَلَامِهِمْ. وَقِيلَ: فِي شِعْرِهِمْ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ مُكَفِّر لِمَا سَبَقَ.

-"যারা শের বা গজল ও বিশুদ্ধ কালাম দ্বারা আল্লাহর জিকির করে তারা নিন্দিত নয় এবং এর দ্বারা তাদের পূর্বের সকল গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। দুইটি কথাই ছহীহ্।" (তাফছিরে ইবনে কাছির, ৩য় খণ্ড, ৪৩৬ পৃ:)।

অতএব, ইসলামী কালাম বা কাছিদা ও শের বা ইসলামী সঙ্গীত পাঠের মাধ্যমেও আল্লাহর জিকির করা যায় এবং এর দ্বারা অতীতের সকল গোনাহ মাফ হয়। ইসলামী সঙ্গীত বা শরিয়ত সম্মত গান **لَهْوَ الْحَدِيثِ** (লাহুয়াল হাদিস) বা অসার বাক্য এর অন্তর্ভূক্ত নয়।

ছামা বা জিকিরের সময় মাথা ও শরীর নড়া

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শরিয়ত সম্মত যেকোন ভাল ছামার তালে তালে মুহাব্বতের জোসে মাথা কিংবা শরীরের কোন অংশ স্বাভাবিকভাবে নাড়ানো। সাধারণত জযবার কারণে এরূপ হয়ে থাকে। অনেক মাশায়েখগণ তাঁদের ছামার তালে তালে মাথা কিংবা শরীরের কোন কোন অঙ্গ নাড়িয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে সর্বাবস্থায় সীমালঙ্গনকারীকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন

না। এ বিষয়ে রাসূলে পাক (ﷺ) এর পবিত্র হাদিস শরীফের প্রতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যেমন এ বিষয়ে ছহীহ্ হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، **حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَادٍ يُقَالُ لَهُ أَنْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لاَ تَكْسِرِ القَوَارِيرَ قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي ضَعَفَةَ النِّسَاءِ**

-"হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আল্লাহর নবী (ﷺ) এর একজন হাদী বা উটের রশি টানার লোক ছিল আর তাঁর খুব সুন্দর কণ্ঠ ছিল। একদা নবীজি (ﷺ) তাঁকে বললেন, বন্ধ করো হে আনজাসাহ! কেননা কাচ গুলো ভেঙ্গে যাবে। হযরত কাতাদা (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন, কাঁচ মানে বৃদ্ধা মহিলা।"[৪৬]

এ হাদিসের ভাবার্থ হচ্ছে, একদা প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর উটের রশি টানা অবস্থায় আনজাসাহ নামক সাহাবী অত্যন্ত সুরেলা কণ্ঠে ছামা বলতে শুরু করেন। ফলে ঐ ছামার তালে তালে বহনকারী উটগুলোসহ পর্যন্ত হেলে দুলে চলতে লাগল। ফলে উটের উপর অবস্থানরত বৃদ্ধা মহিলারা নিচে পরে যাওয়ার উপক্রম হলো। তাই আল্লাহর নবী (ﷺ) তাঁকে বললেন,

رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ، لاَ تَكْسِرِ القَوَارِيرَ অর্থাৎ বন্ধ করো হে আনজাসাহ! কেননা কাচ গুলো ভেঙ্গে যাবে। এই হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, ছামার তালে তালে ইশকের কারণে মাথা কিংবা শরীরের কোন কোন অঙ্গ স্বাভাবিক হেলা-দুলা করানো রাসূলে পাক (ﷺ) এর জামানাও ছিল, তাই এতে কোন দোষের কিছু নেই। তবে **إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ** -"সীমালঙ্গনকারীকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন না।" এ সম্পর্কে নিচের হাদিস গুলো লক্ষ্য করুন,

---

৪৬. ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৬২১১; ছহীহ্ মুসলীম; দারেমী শরীফ, হাদিস নং ২৭০১; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১৩৬৪২; ইমাম বায়হাক্বী: আস-সুনানুল কোবরা, হাদিস নং ২১০৩২; মুসনাদে আবী ইয়ালা, হাদিস নং ২৮৬৮; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫৮০১; ইমাম নাসাঈ: আমালু ইয়াওমি ওয়া লাইলাতি, হাদিস নং ৫২৭; ইমাম ইবনে সুন্নী: আমালু ইয়াওমি ওয়া লাইলাতি, হাদিস নং ৫১৩; মেশকাত শরীফ, হাদিস নং ৪৮০৬; মেরকাত শরহে মেশকাত, ৯ম খণ্ড, ৪৯ পৃ:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، **عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتِ الْحَبَشَةُ يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ**

-"হযরত আনাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হাবশীরা রাসূলে পাক (ﷺ) এর সামনে নাচতে নাচতে বলতে লাগল: হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) একজন নেক বান্দাহ! আল্লাহর রাসূল (ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন: তারা কি বলছে? লোকেরা বললো, হযরত মুহাম্মদ (ﷺ) একজন নেক বান্দা বলছেন।"[৪৭]

এই হাদিস **يَرْقُصُونَ** থেকে বুঝা যায়, রাসূলে পাক (ﷺ) এর শান-মান বলার সময় শরীর সামান্য **رقص** হেলা দুলা করা বৈধ। কেননা রাসূলে করীম (ﷺ) তাদেরকে এরুপ করতে নিষেধ করেননি। তবে কোন কোন হাদিসে **يَرْقُصُونَ** (ইয়ারকুছুন) এর অর্থ **يَلْعَبُونَ** (ইয়ালয়াবুন) বা খেলা অর্থে উল্লেখ রয়েছে। এখানে **يَرْقُصُون** (ইয়ারকুছুন) অথবা **يَلْعَبُونَ** (ইয়ালয়াবুন) যে অর্থেই হাদিসটি আমল করা হউক না কেন ইসলামী সঙ্গীত বলার সময় মুহাব্বতের জোসে শরীর হেলা দুলা করা জায়িয প্রমাণিত হয়। এ সম্পর্কে আরেকটি হাদিস লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي **عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ**

-"হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আমি আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কে আমার ঘরের দরজায় দেখতে পেলাম। তখন হাবশার লোকেরা মসজিদে (বর্শা নিয়ে) খেলা করছিলেন। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর চাদর দিয়ে

৪৭ . মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১২৫৪০; ইমাম দ্বিয়াউদ্দিন মাকদেসী: আহাদিসুল মুখতারাহ, হাদিস নং ১৬৮০; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৫৮৭০; হাদিসু সিরাজ, হাদিস নং ২১৫৩; হাদিসের মান ছহীহ্।

আমাকে আড়াল করে রাখছিলেন। আমি ঐ অবস্থায় ওদের খেলা অবলোকন করছিলাম।"[৪৮]

এই হাদিস থেকে বুঝা যায়, বিশেষ কোন বৈধ কাজে মুহাব্বতের জোসে শরীর সামান্য হেলে দুলে ইসলামী সঙ্গীত/ছামা বা আল্লাহর জিকির করা জায়িয। কেননা প্রিয় নবীজি (ﷺ) এরুপ করাতে বাধা দেননি। শরিয়ত সম্মত ইসলামী সঙ্গীত মূলত জিরুল্লাহর অন্তর্ভূক্ত ও গোনাহ মাফের উছিলা। হাফিজুল হাদিস আল্লামা ইবনে কাছির (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাফছির করতে গিয়ে উল্লেখ করেন:

قَالَ تَعَالَى: {إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا} قِيلَ: مَعْنَاهُ: ذَكَرُوا اللهَ كَثِيرًا فِي كَلَامِهِمْ. وَقِيلَ: فِي شِعْرِهِمْ، وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ مُكَفِّر لِمَا سَبَقَ.

-"যারা শের বা গজল ও বিশুদ্ধ কালাম দ্বারা আল্লাহর জিকির করে তারা নিন্দিত নয় এবং ইহার দ্বারা তাদের পূর্বের সকল গোনাহ্ মাফ হয়ে যাবে। দুইটি কথাই ছহীহ্।" (তাফছিরে ইবনে কাছির, ৩য় খণ্ড, ৪৩৬ পৃ:)।

অতএব, ইসলামী কালাম বা কাছিদা ও শের বা ইসলামী সঙ্গীত পাঠের মাধ্যমেও আল্লাহর জিকির করা যায় এবং ইহার দ্বারা অতীতের সকল গোনাহ মাফ হয়। ছামা বা জিকিরের সাথে জযবার কারণে শরীর সামান্য ঝাকি মারার বিষয়ে নিচের হাদিসটি উল্লেখযোগ্য,

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ يَعْنِي ابْنَ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، **عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَجَعْفَرٌ، وَزَيْدٌ، قَالَ: فَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ مَوْلَايَ فَحَجَلَ، قَالَ: وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَنْتَ أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي، قَالَ: فَحَجَلَ وَرَاءَ زَيْدٍ، قَالَ: وَقَالَ لِي: أَنْتَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْكَ، قَالَ: فَحَجَلْتُ وَرَاءَ جَعْفَرٍ**

-"হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি, হযরত জাফর ও হযরত জায়েদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম) আল্লাহর নবী (ﷺ) এর কাছে আসলাম। হযরত

৪৮ ছহীহ্ বুখারী, হাদিস নং ৪৫৪; হাদিসু সিরাজ, হাদিস নং ২১৩৮; মুসনাদু আহমদ, হাদিস নং ২৬৩২৮; সুনানু নাসাঈ, হাদিস নং ১৫৯৫

আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, প্রিয় নবীজি (ﷺ) হযরত জায়েদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে বললেন, তুমি মাওলা বা বন্ধু! ফলে সে ঝাকি মেরে উঠল। হযরত জাফর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কে প্রিয় নবীজি (ﷺ) বললেন, তুমি সৃষ্টি ও চরিত্রে আমার অনুরুপ। ফলে সে হযরত জায়েদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর পিছনে ঝাকি মেরে উঠল। অতঃপর প্রিয় নবীজি (ﷺ) আমাকে বললেন, তুমি আমার থেকে আমি তোমার থেকে। ফলে আমিও জাফরের পিছনে ঝাকি মেরে উঠলাম।"[৪৯]

হাদিসটি **صَحِيحٌ** ছহীহ্ কিংবা **حَسَنٌ** হাছান স্তরের হাদিস। ইহার বর্ণনাকারী **هانئ بن هانئ** 'হানী ইবনে হানী' সহ আরেকজন রাবীও বর্ণনা করেছেন। যেমন নিচের সনদটি লক্ষ্য করুন,

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ، **وَهُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ**، عَنْ عَلِيٍّ،...

-"হাজ্জায হাদিস বর্ণনা করেছেন ইসরাইল থেকে- তিনি আবী ইসহাক্ব থেকে- তিনি হানী ইবনে হানি থেকে ও হুবাইরা ইবনে ইয়ারিম থেকে- তিনি হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে..।"[৫০]

সুতরাং হাদিসটি 'হানী ইবনে হানী' ও হুবাইরা ইবনে ইয়ারিম এই দুইজন থেকে বর্ণিত রয়েছে। তবে এই হাদিসের সনদে **هانئ بن هانئ** 'হানী ইবনে হানী' নামক একজন রাবী রয়েছে, যার ব্যাপারে আলী ইবনে মাদিনী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) মজহুল বললেও একাধিক ইমাম তাকে **ثِقَةٌ** বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যেমন লক্ষ্য করুন,

وذكره ابن حبان في الثقات. وقال النسائي: ليس به بأس.

-"ইমাম নাসাঈ (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেছেন, তার ব্যাপারে অসুবিধা নেই। ইমাম ইবনে হিব্বান (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে বিশ্বস্তদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।"[৫১]

---

৪৯. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৮৫৭; মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ৯৩১; ইমাম বায়হাক্বী: আল আদাব, হাদিস নং ৬২৬; ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১৫৭৭০, ২১০২৭; মুসনাদে বাজ্জার, হাদিস নং ৭৪৪; ইমাম দ্বিয়াউদ্দিন মাকদেছী: আহাদিুল মুখতারাহ, হাদিস নং ৭৭৮;

৫০. ইমাম বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, হাদিস নং ১৫৭৭০, ২১০২৭;

ইমাম ইজলী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে **ثِقَة** বিশ্বস্ত বলেছেন। (ইমাম ইজলী: কিতাবুস ছিক্বাত, রাবী নং ১৮৮৩)

ইমাম নুরুদ্দিন হায়ছামী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) তাকে **ثِقَةٌ** বিশ্বস্ত বলেছেন। (ইমাম হায়ছামী: মাজমুয়াউয যাওয়াইদ, হাদিস নং ১২৮৬৯)

এই রাবীর বর্ণিত হাদিসকে ইমাম হাকেম (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) ও ইমাম যাহাবী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) **صَحِيحُ** ছহীহ্ বলেছেন। (মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ৪৭৭৩ ও ৫৬৬২)

ইমাম তিরমিজি (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) **هَانِئُ بْنُ هَانِئٍ** (হানী ইবনু হানী) এর বর্ণিত হাদিসকে **حَسَنٌ** হাছান বলেছেন। (তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৭৭৯)

আরেক হাদিসে তার বর্ণিত হাদিসকে **حَسَنٌ صَحِيحٌ** হাছান ছহীহ্ বলেছেন। (তিরমিজি শরীফ, হাদিস নং ৩৭৯৮)

অতএব, হাদিসটি **صَحِيحٌ** ছহীহ্ কিংবা **حَسَنٌ** হাছান স্তরের হাদিস। যা দ্বারা প্রমাণিত হয়, মুহাব্বতের ফায়েযে শরীর ঝাকি দেয়া বা শরীফ সামান্য হেলা দুলা করা বৈধ। আর এ কারণেই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করার সময় হাফেজ সাহেব বা তেলাওয়াত কারীর মাথা থেকে শুরু করে পিঠ ও সারা শরীর হেলে-দুলে অথচ তখন কারোই কোন আপত্তি থাকেনা। কারণ এ সময় হেলা-দুলা আনতে হয় না বরং এমনিতেই এসে যায়। এ কারণেই হয়ত আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেছেন-

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، وَأَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو الطَّاهِرِ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، **عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَكْثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ**

---

৫১. ইমাম যাহাবী: মিযানুল এ'তেদাল, রাবী নং ৯১৯৯; ইমাম মিযযী: তাহজিবুল কামাল, রাবী নং ৬৫৪৮; ইবনে কাছির: তাকমিল ফি জারহি ওয়া তাদিল, রাবী নং ৭৮৩

-"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, এত বেশী বেশী জিকির করো যেন লোকরা তোমাদেরকে পাগল বলে।"[৫২]

সুতরাং আল্লাহর জিকির সরবে ও নিরবে দুই ভাবেই করা যায়। অবস্থাভেদে উচ্চস্বরে জিকির করা জায়িয। আল্লাহর জিকির দাঁড়িয়ে বসে ও শুয়েও করা যায়, যা পবিত্র কোরআন দ্বারা প্রমাণিত। ইসলামী সঙ্গীত সুন্নাতে সাহাবা ও প্রিয় নবীজি (ﷺ) এর পছন্দের জিনিস। জিকির কিংবা ছামার সময় শরীর সামান্য নড়ে চরে উঠা একটা বিশেষ হাল, তবে ইচ্ছা করে মাত্রাধিক ঝাকি মারা উচিৎ নয়। মনে রাখা উচিৎ, **সীমালঙ্গনকারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।**

ছামার তালে তালে জিকির করা

ছামা বা ইসলামী সঙ্গীত একটি বৈধ জিনিস, যা কোরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। পাশাপাশি আল্লাহর জিকির করাও সুপ্রসিদ্ধ বৈধ জিনিস। তাই শরিয়ত সম্মত ছামা ও জিকির একসাথে করাও বৈধ হবে। যেহেতু দুটি কাজই বৈধ জিনিস এবং যা শরিয়তে নিষিদ্ধ নয়। কেননা শরিয়তে নিষিদ্ধ বস্তু ছাড়া বাকী সবই মুবাহ বা বৈধ। যেমন একটি কায়দা উল্লেখযোগ্য,

قَاعِدَة : الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

-"কায়দা: প্রত্যেক জিনিসের মূল হচ্ছে বৈধ, যতক্ষন পর্যন্ত এক নিষিদ্ধতার দলিল ছাবিত না হয়।" (আল আশবাহু ওয়ান নাযাইর, মুফতী আমিমুল ইহসান: কাওয়াইদুল ফিকহ)

অন্যত্র কায়দাটি আরো সুন্দর উল্লেখ রয়েছে,

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم عند الجمهور،

---

৫২. মুসনাদে আহমদ, হাদিস নং ১১৬৭৪; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদিস নং ১৮৩৯; ইমাম ইবনে শাহিন: আত্তারহীব, হাদিস নং ১৫৬; ইমাম বায়হাক্বী: শুয়াইবুল ঈমান, ১ম খণ্ড, ৩৪১ পৃ: হাদিস নং ৫২৩; ইমাম তাবারানী: আদ দোয়া, হাদিস নং ১৮৫৯; ছহীহ্ ইবনে হিব্বান, হাদিস নং ৮১৭; ইবনে সুন্নী: আমালু ইয়াওমি ওয়া লাইলাতি, হাদিস নং ৪; ইমাম বায়হাক্বী: দাওয়াতুল কবীর, হাদিস নং ২১

-"প্রত্যেক জিনিসের মূল হচ্ছে বৈধ, যতক্ষণ পর্যন্ত এক নিষিদ্ধতার দলিল ছাবিত না হয়। আর এটা জমহুর তথা অধিকাংশ উলামাদের অভিমত।" (কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যা) সেখানে আরো উল্লেখ আছে,

وقال كثير من علماء الحنفية: الأصل في الْأَشْيَاءِ الْحِلُّ

-"হানাফী অধিকাংশ উলামাদের মতে, প্রত্যেক বস্তুর মূল হল বৈধতা।" (কাওয়াইদুল ফিকহিয়্যা)

কায়দাটির ভিত্তি পবিত্র কোরআনেও রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً

-"তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমীনে রয়েছে সে সমস্ত।" (সূরা বাকারা, ২৯ নং আয়াত)

এই আয়াতে নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ ছাড়া বাকী সব কিছু বান্দার জন্য বৈধ প্রমাণিত হয়। কেননা সবই মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদিস শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), সালমান ফারসী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), আবু দারদা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফূভাবে বর্ণিত আছে,

قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللهُ فَهُوَ حَلَالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ،

-"আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এর বাণী: যা আল্লাহ হালাল করেছেন তা হালাল। আর যা আল্লাহ হারাম করেছেন তা হারাম। আর যার ব্যাপারে চুপ থেকে তা আল্লাহর কাছে ক্ষমার্থ।" (ইমাম তাহাবী: শারহু মুশকীলিল আছার, আবু দাউদ, মুস্তাদরাক, বায়হাক্বী: সুনানুল কুবরা, বাজ্জার, মসনাদে শামিইন)

অতএব, নিষিদ্ধ জিনিস গুলো ছাড়া বাকী সবই বৈধ। তাই আল্লাহর জিকির ও শরিয়ত সম্মত ইসলামী সঙ্গীত বা ছামা একত্রে করা বৈধ বা জায়িয। যেহেতু আল্লাহর জিকির ও শরিয়ত সম্মত ইসলামী সংঙ্গীত বা ছামা দুটিই কোরআন সুন্নাহর দলিল দ্বারা প্রমাণিত বৈধ। সেহেতু সু-স্পষ্ট দলিল ব্যতীত এটাকে নাজায়েয বলার সুযোগ নেই। কেউ কেউ এটাকে বিদ'য়াত আখ্যা দিতে পারেন, তবে সকল বিদয়াত পরিত্যাজ্য নয়। যেমন **হাফিজুল হাদিস শারিহে বুখারী ইমাম**

ইবনে হাজার আসকালানী (رحمة الله) {ওফাত ৮৫২ হিজরী} তদীয় কিতাবে বলেন,

والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام

-"প্রত্যেক বিদ'য়াতই গোমরাহী এর অর্থ হল: এমন কিছু আবিষ্কার করা যার কোন দলিল খাছ ও আম তরিকায় শরিয়াতে বিদ্যমান নেই।" (ইমাম আসকালানী: ফাতহুল বারী শরহে বুখারী, ১৩তম খণ্ড, ২৫৪ পৃ:)।

আর ছামা ও জিকিরের দলিল স্পষ্টই রয়েছে, তাই এটা শারয়ী বিদয়াত হবেনা। এ সম্পর্কে ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আশ-শাফেয়ী (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ أَوِ الْأَثَرَ أَوِ الْإِجْمَاعَ فَهُوَ ضَلَالَةٌ، وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ مِمَّا لَا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِمَذْمُومٍ،

-"যা আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও আছার বিরুধী তাকে গোমরাহী বিদ'য়াত বলা হয়। আর যে সকল ভাল কাজ আবিষ্কার হয়েছে কিন্তু কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও আছারের বিরোধী নয় তাকে প্রসংশিত বিদয়াত বলা হয়।"[৫৩]

অতএব, আল্লাহর জিকির ও শরিয়ত সম্মত ছামা দুটিই কোরআন সুন্নাহর দলিল দ্বারা প্রমাণিত সেহেতু ইহা প্রশংসিত আমল ও অবশ্যই জায়িয। শরয়ীভাবে যার আছল বা ভিত্তি রয়েছে তাকে শরয়ী বিদ'য়াত বলা যায় না। যেমন হিজরী ৮ম শতাব্দির মুজাদ্দিদ **হাফিজুল হাদিস শারিহে বুখারী ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (رحمة الله)** {ওফাত ৮৫২ হিজরী} তদীয় কিতাবে আরো বলেন,

والمحدثات وَالْمُرَادُ بِهَا مَا أُحْدِثَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ وَيُسَمَّى فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَةً وَمَا كَانَ لَهُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ

---

৫৩. আল্লামা নুরুদ্দিন হালভী: সিরাতে হলভিয়া, ১ম খণ্ড, ১২৩ পৃ:; ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী: মেরকাত শরহে মেশকাত, ১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃ:; ইমাম ইবনে ছালেহী শামী: সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১ম খণ্ড, ৩৬৪ পৃ:

-"সেই 'মুহদাছাকে' শরিয়তে বিদ'য়াত বলা হয় যার শরিয়তে কোন ভিত্তি নেই। অপরদিকে যার কোন আছল নেই কিন্তু শরিয়তে দলিল বিদ্যমান রয়েছে তাকে বিদ'য়াত বলা যাবে না।" (ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ১৩তম খণ্ড, ২৫৩ পৃঃ)।

অতএব, ছামা ও আল্লাহর জিকির একত্রে করলে ইহা শারয়ী বিদ'য়াত বলা মূর্খতা। কেননা এটি কোরআন সুন্নাহর দলিল দ্বারা প্রমাণিত বৈধ বা জায়িয।

কয়েকটি ছামা বা গজল

১ নং গজল

জিকির কর জাকেরগণ-জিকির কর মুমিনগণ
জিকিরেতে আল্লাহ রাজী-জিকিরেতে রাসূল রাজী
রাজী নবীগণ,
জিকির কর জাকেরগণ-জিকির কর মুমিনগণ।
জিকিরে যে করবে হেলা- সে হবে শয়তানের চেলা (২বার)
বুঝবি শেষে কত জ্বালা- দোজখে গমন (ঐ)
জিকিরে যার ইচ্ছা হয়না- তার দিলেতে তাল বাহানা (২বার)
জিকির ছাড়া নামায হয়না-মসনবীর বর্ণন (ঐ)

২ নং গজল

আল্লাহ আল্লাহ শব্দ কেবল- নাম শুনি কানে
তাঁরে ধরব কেমনে,
তাঁরে পাইব কেমনে, ২বার

যে হামেসা জিকির করে
থাক তুমি তার'ই কাছে

ফয়েজে রহমতে থাকে আনন্দ মনে। - ঐ

যে তোমার করুণা চাহে
দাও তুমি মাফ করে
সর্ব গোনাহ মাফ কইরা দাও- দয়ারও দানে। - ঐ

সগিরা কবিরা গোনাহ
সবই তোমার আছে জানা
মাফ কইরা দাও তুমি আমায়- গাফ্ফার নামে। - ঐ

৩ নং গজল

আল্লাহ আল্লাহ নামের তরী-
ছাড়লাম ভব সাগরে
মাওলার নামে ছাড়লাম তরী-
যাব আমি ঐ পারে। ২ বার

বিশ্ব জাকের মঞ্জিলেতে-
কানছেন খাজা দিন রাতে,
আল্লাহু আল্লাহ রব তুলিয়া-
পাপি তাপি তরাইতে। - ঐ

জিকির কর দমে দমে-
ঠিক রাখিও কাল্ব ঘরে,
জিকির নামায না হইলে-
মাওলার দরশন পাইবানা। - ঐ

রহমতের পিয়ালা হাঁতে
বসে আছেন বাবা আটরশিতে,
পাপি তাপি ভিড় জামাইছে
তাইত তাহার দরবারে। - ঐ

আসছ ভবে যাইতে হবে-
ভেবে কেন দেখনা,
অধম জেহাদী কেন্দে বলে-
খাজার কদম ছাইড়না। - ঐ

৪ নং গজল

আল্লাহু নাম যে জন জপে
যাইগা নিশির শেষে। ২ বার
রহমতের'ই ঢল পড়ে
গুনা যায় তার ভেসে। ২ বার

রোজা রাখ নামায পড়-
ছালিম কর দেলখানা,
কেয়ামতে মাওলার কাছে-
চলবেনা রে বাহানা। - ঐ

জিকির কর দমে দমে-
ঠিক রাখিও ক্বাল্ব ঘরে,
জিকির নামায না হইলে-
মাওলার দরশন পাইবা না। - ঐ

আসছ ভবে যাইতে হবে-
ভেবে কেন ভাবনা,
অধম জেহাদী ডেকে বলে-
খাজার কদম ছাইড়না। - ঐ

৫ নং গজল

ও পাক সোবহান- কে পারে বুজিতে তোমার শান

তুমি জিন্দাকে মারিতে পার- মরারে পার দিতে জান। (২ বার)

তোমার দোস্ত রাসূলুল্লাহ- আগে তাঁরে বানাইয়া
ময়ূর রুপে সুরত দিয়া- রাখছ তাঁরে লুকাইয়া। ঐ

এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বরও বানাইয়া
তোমার দোস্ত রাসূলুল্লাহ- রাখছ তাঁকে লুকাইয়া। ঐ

আদম হাওয়া তৈয়ার করে- বেহেস্তেতে রাখিলা
কোন কারণে আদম হাওয়া দুনিয়াতে ফেলিলা। ঐ

আমরা জাকের পাপি তাপি- মাওলা তোমার পানে চাহিয়া
গোনাহগার জেহাদী বলে- মাওলা দিওনা যে ফেলিয়া। ঐ

৬ নং গজল

আল্লাহ তোমার লিলা খেলা-
কেই বুঝে কেউ বুঝেনা,
কাউকে রাখ গাছ তলাতে-
কাউকে রাখ দশ তলায়। (২ বার)

ইউনুছ নবী মাছের পেটে-
ছিলেন যখন দরিয়াতে,
৪১ দিন ছিলেন পেটে-
হজম কেন হইলনা। ঐ

মূসা নবী কুহেতূরে-
আল্লাহর সঙ্গে সওয়াল করে,
পাহাড় জ্বইলা সুরমা হইল-
মূসা কেন জ্বলল না। ঐ

ইব্রাহিম তোমার খলিল ছিল-

নমরুদে আগুনে ফেলল,
আগুন হইল ফুল বাগিছা-
পশম কেন জ্বলল না। ঐ

আইউব তোমার নবী ছিল-
সারা অঙ্গে কিরা পরল।
কিরায় করল জার্‌রা জার্‌রা-
উহু কেন করল না। ঐ

ইউছুফ তোমার নবী ছিল-
কুয়ার মধ্যে ফেলে দিল,
শত ছিল সাপ বিচ্ছু-
তবুও ইউছুফ মরল না। ঐ

ফুরাত নদীর মাওলা-
আজি কত জারি,
কোন কারণে ফোটা পানি-
হোসেনকে না দিলি। ঐ

৭ নং গজল

রাহমাতাল্লিল আলামিন
কানছেন নবী রাত্র দিন,
পাপী তাপী উম্মতের কারণ-রে

আমার উম্মত গুনাহগার
কি জানি হয় শেষ বিচার,
মাফ করিও আল্লাহ উম্মতেরে। - ঐ

ওরে আমার বিশ্ববাসী
আল্লাহ পাক হয় খুশি,

দয়াল নবী রাজী হইলেরে। - ঐ

দ্বীনের নবী মোস্তফায়
খাজারে প্রেম শিখায়,
সেই প্রেম খেলা বাবা খেলায়রে। - ঐ

কত কষ্ট করলেন নবী
সকলেই উম্মতের লাগি,
পেটেতে পাথর নবী বান্ধিল রে। - ঐ

খাজার প্রেমে মজিয়া
নবীকে লও চিনিয়া,
দয়ার গুণে পাবি দয়াল নবীরে। - ঐ

আকাশের ফেরেস্তোরা
নবীর নামে দুরুদ পরা,
কোন কালে ভুলেনারে। - ঐ

মানব হইয়া রইলাম ভুলে
কি হবেরে শেষ কালে,
উপায় নাহি দেখিরে। - ঐ

শোন বাবা দস্তগীর
পাক কদমে রাইখা শির,
আমায় চরন ছাড়া কইরনা-গ। - ঐ

৮ নং গজল

কে যাবি মদিনার পথে
দয়াল নবীর রওজায়,
চির সুখে শুয়ে আছেন
দ্বীনের নবী মোস্তফায়

আকুল প্রাণে অঝর নয়ণে
চাহিয়া উম্মতের পানে
ভাবিয়া সে শান্ত মনে
তৌহিদের বাণী শুনায়। - ঐ

এই জগত তরাইবেন বলে
ঘরে ঘরে নাম বিলাইলেন
সে নামে যার মন মইজাছে
পলকে সে উড়ে যায়। - ঐ

দেখাইতে তার নামের জ্যোতি
সদায় হাবলী উম্মতি,
উম্মতী উম্মতী বলে
চোখের জলে বুক ভাসায়। - ঐ

যাইতে মক্কা মদিনায়
সদা মনে এই ভাবনা,
মায়া ঋণে হইয়া দেনা
দিন গেল আশায় আশায়। - ঐ

সেই নবীজির নায়েব খাজা
ওলীকুলে মহা রাজা
শাহ সূফী ফরিদপুরী
পরিচয় তাঁর ধরাতে। - ঐ

৯ নং গজল

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূল
আখেরাতে পার হইবি তুই পুলছেরাতের পুল। ২ বার

৩০ হাজার বৎসর লাগবে

পুলছেরাত পার হইতে
সেই দিন তোমায় কে বাচাইবে
মুহাম্মদ রাসূল। - ঐ

মাথার উপর সূর্য থাকবে
মাটি গলে তামা হবে,
সেইদিন তোমায় কে বাচাইবে
মুহাম্মদ রাসূল। - ঐ

হাশরের ময়দানে সবে
নাফছী নাফছী বলে কাদবে,
সেই দিন তোমায় কে বাচাইতে
মুহাম্মদ রাসূল। - ঐ

আল্লাহ যেদিন কাজী হবে
নেকী-বদি ওজন দিবে
সেইদিন তোমায় কে বাচাইবে
মুহাম্মদ রাসূল। - ঐ

আরশের পায়া ধরে
কাঁদবেন রাসূল উম্মত বলে,
উম্মতী উম্মতী বলে
কান্দিবেন রাসূল। - ঐ

১০ নং গজল

সালাতু সালাম-গ আমার
দুরুধ সালাম-গ আমর
কইও নবী মোস্তফায়,
তোমরা যারা যাও-গ মদিনায়। (২ বার)

মদিনা শরীফের মাটি
চোখেতে মুখেতে মাখি
ঐ মাটিতে শুয়ে আছেন (২ বার)
জিন্দা নবী মোস্তফায়। ঐ

মদিনা শরীফের মাঝে
নূরের একটি খাম্বা আছে-গ
ঐ খাম্বাতে হেলান দিয়া (২ বার)
তসবীহ পড়তেন মোস্তফায়। ঐ

হাজ্বীদের হজ্বের টাইমে
রাস্তার ধারে বসে থাকিও
আমারও সালাম খানি (২ বার)
পৌছে দিও রওয়াজায়। ঐ

১১ নং গজল

আখেরী সালাম লন ওহে নানাজান,
তোমারি হোসেন যায় কারবালার ময়দান। (২ বার)

কারবালার ময়দানে গিয়া, দিব গলা কাটাইয়া
আর না আসিব ফিরে, সোনার মদিনায়। ঐ

এজিদ জুলুম করিল- মদিনায় রইতে না দিল,
চক্রান্ত পড়িয়া হোসেন কারবালাতে যায়। ঐ

কান্দেরে সাহার বানু- বুকে লইয়া দুধের শিশু
এক বিন্দু পানি দিয়া- শিশুর প্রাণ বাচাও। ঐ

দুধের শিশু কোলে লইয়া- ফোরাত নদীর কিনারে গিয়া
এক বিন্দু পানি দিয়া- শিশুর প্রাণ বাচায়। ঐ

১২ নং গজল

অমন পাগলারে- ডুবল বেলা দেখনা চাহিয়া,
পরপারের ডাক পরিলে-
পার হবি তুই কি নিয়া। ২ বার

সাধের জীবন হেলায় হেলায়
শেষ হইতে চলিল-
সাধন ভজন গুরু ভক্তি কিছুই নাহি হইল,
রং তামাসায় দিন কাটাইলে
মায়ার জালে পরিয়া। - ঐ

নবীর কলমা নামায রোজা
পথের সম্ভল করিয়া,
সামনে চল অবুঝ মনরে
আল্লাহ আল্লাহ বলিয়া,
আল্লাহ ভিনে গতি দেখছি মন ভাবিয়া। - ঐ

পথের দিশা দাওগ মুর্শিদ
আমায় দয়া করিয়া
গোনাহগার জাকের আমি
পাপে গেলাম ডুবিয়া,
নিদান কালে দিওগ দেখা
আমার পাশে আসিয়া। - ঐ

১৩ নং গজল

জোয়ার শেষে ভাটা পড়ল
চিন্তা করলি নারে মন।

যাইতে হবে গোরস্থানে
আসিলে তাহার সমন।

মাটির পিঞ্জিরা খানি-
মাটিতে মিশিবে জানি,
সেবা যত্ন করলি কারে-
দিয়া এত তৈল সাবান। ঐ

মরণের'ই আগে'ই মর-
কামেল পীরের সঙ্গ ধর,
মরার আগে না মরিলে-
পাইবি না সেই মহাজন। ঐ

১৪ নং গজল

খাজা মাওলানা- প্রাণ থাকিতে তোমায় ছাড়বনা
কি ছবি দেখাইলা বাবা- বলতে আমি পারিনা।
সইতেও আমি পারিনা- প্রাণ থাকিতে তোমায় ছাড়বনা। ২ বার

আল্লাহ পাক দয়া করে রহমত দান করিল,
নায়েবে নবী করিয়া- আটরশিতে পাঠাইল।
ওলীকুল সম্রাট তুমি- হয়না তোমার তুলনা। - ঐ

আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে- প্রেম করিয়া মিশিলা
মুরিদের দরদে বাবা- সারা জীবন কান্দিলা
জীবনকে ত্যাজিয়া বাবা করছ তুমি সাধনা। - ঐ

পাপি তাপি মুরিদ আমি- তোমার পানে চাহিয়া
দিনে দিনে গনার দিন গেল আমার ফুরাইয়া,
যাই ইচ্ছা তাই কর বাবা- নাহি কোন ভাবনা। - ঐ

১৫ নং গজল

শের পুরের নাইয়া আটরশিতে আসিয়া
সারা বিশ্ব পাগল বানাইল রে,
রাসূলুল্লাহর তরিকায় খাজা বাবার নৌকায়
কে কে যাবি তোরা আয়রে আয়

মোজাদ্দেদীয়া তরিকায় খাজাবাবার নৌকায়
কে কে যাবি তোরা আয়রে আয়।

সেই নৌকার মাঝি
আমার দয়াল নবীজি
পাল তুইলাছে খাজা বাবায়-গ। -ঐ

সেই নৌকার পেছিঞ্জার
আমার বাবার মুরিদান
কে কে যাবি তোরা বাবার নৌকায় রে। - ঐ

সেই নৌকার পেছিঞ্জার
হইতে পারিলে রে
আখেরাতের টিকেট মিলবে রে। - ঐ

যার যার সম্ভল
সঙ্গে করে নিয়ে চল,
যাইতে হবে বাবার দরবারে। - ঐ

বাবার বাড়ি যাইতে হলে
আদবেতে চলতে হবে,
বেয়াদবী করিলে মারা যাইবে রে। - ঐ

১৬ নং গজল

কি আগুন জ্বালাইলিরে বাবা-
জ্বলে ছাড়া নিবেনা,
আমারে ছাড়িয়া গেলে-
প্রাণে আমি বাছব না।

কি করিলে শান্তি হবে-
বলে কেন বল না,
চোখের জলে বুক বাসে-
আমায় কর শান্তনা। - ঐ

চরণ দানে কর শান্তি-
জীবন গেলেও ছাড়বনা,
জরাইয়া ধরিব চরণ
জীবন গেলেও ছাড়বনা। - ঐ

১৭ নং গজল

আমায় ঘর ছাড়া করিলি-রে
দেশ ছাড়া করিলি-রে
একলা করিলি-রে, অচেনা পরদেশে

'ও' খাজারে! আমার সাথী নেই সঙ্গী নেই
যাব কার কাছেরে খাজা, যাব কার কাছে। ২ বার
বনে-জঙ্গলে ঘুরি, তোমার আশায়-রে অচেনা পরদেশে। - ঐ

'ও' খাজারে! অকূল দরিয়ার মাঝে
কুল কিনারা নাইরে খাজা- কুল কিনারা নাই,
অচীনা পরদেশে। - ঐ

'ও' খাজারে! আগুনে পুরাইয়া মোরে বাতাশে জুড়াও
সাগরে ডুবাইয়া মোরে ধরণী হাসাও-রে

অচীনা পরদেশে। - ঐ

'ও' আগে যদি যানতাম তোমার প্রেমের এত জ্বালা।
লইতাম আগুনের মালা, প্রেমের বদল রে।
অচেনা পরদেশে। - ঐ

১৮ নং গজল

নাও ভিড়াইয়া যাওরে খাজা- নাও ভিড়াইয়া যাও (২ বার),
অধম কাঙ্গাল কান্দে বসে আমায় লইয়া যাও। ঐ

দাঁড়ি-মাল্লা সবই আছে- তাড়াতাড়ি বাও
তোমার নৌকা উজান চলে বাদাও উড়াও
এই ঘাটেতে নাও ভিড়াইয়া আমায় লইয়া যাও। ঐ

নৌকার মাঝে আছ তুমি আমায় দেখা দাও,
কোন দোষেতে দাওনা দেখা- আমায় কইয়া যাও,
অধম কাঙ্গাল কান্দে বসে আমায় লইয়া যাও। ঐ

১৯ নং গজল

বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে- খাজা বাবার দরবারে
যাইয়া দেখ নায়েবে নবীর খেলা রে। ঐ

ওরে আমার বিশ্ব বাসী- আল্লাহ পাক হয় খুশি,
দয়াল নবী রাজি হইলেরে। ঐ

খাজার প্রেমে মজিয়া- নবীকে নাও চিনিয়া,
দয়ার গুণে পাইবি দয়াল নবীরে। ঐ

খাজার প্রেমে মজিয়া- আল্লাহ আল্লাহ বলিয়া,
ঢেও তুলিয়া জিকির কালবে কর রে। ঐ

মিনারায় আযান দিলে- সবে মিলে নামায পড়ে,
কোটি কোটি জাকের নিয়া- বাবায় দোয়া করছে রে। ঐ

আল্লাহ- নবীর হুকুমে, তোমায় দেখি নয়নে
অধম জেহাদী যেন থাকি তোমার চরণে। ঐ